Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 11, 1433 Bangla, July 26, 2026, Sunday, No. 201, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said semiconductor industry could emerge as Bangladesh's next promising economic sector after RMG industry. (R. Today: 25)

Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister has said, new President will be elected at regular parliamentary session scheduled for September. (Jago FM: 18)

Information and Broadcasting Minister has commented that professional journalism should be rooted in neutrality and supported by accurate information and data. (R. Today: 26)

Police has recovered 1,350 abandoned bullet projectiles from a roadside drain in Chattogram. (Jago FM: 11)

Police believe that powerful improvised explosive device defused beneath Motijheel Metro Rail Station had been planted to target the route of a Rath Yatra procession. (Jago FM: 13)

Forty people have died of dengue in the country this year - according to DGHS reports. (Jago FM: 18)

Bangladesh Meteorological Department has instructed 4 maritime ports of country to hoist local cautionary signal no.3 due to a low-pressure area over Northwest Bay of Bengal and adjacent regions. (R. Today: 24)

BSF has taken back 7 people after a failed push-in attempt through Chapainawabganj border. (Jago FM: 19)

Iran's IRGC has urged civilians near US bases in Middle East to evacuate for safety. (NHK: 07)

Cockroach Janta Party has officially called off its nationwide protests after Indian Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and government agreed to fulfill their key demands. (DW: 08)

Director: 44813046 | **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** | **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ১১, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ২৬, ২০২৬, রবিবার, নং- ২০১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , তৈরি পোশাক শিল্পের পর সেমিকন্ডাক্টর শিল্পই হতে পারে বাংলাদেশের নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় খাত। (রে. টুডে: ২৫)

আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন বলে জানিয়েছেন আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। (জাগো এফএম: ১৮)

বস্তুনিষ্ঠ সত্য ও ডেটাভিত্তি ক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই প্রকৃত সাংবাদিকতা পরিচালিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। (রে. টুডে: ২৬)

চট্টগ্রাম নগরীতে একটি নালা থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় ১ হাজার ৩৫০ রাউন্ড বুলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। (জাগো নিউজ: ১১)

রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে নিষ্ক্রিয় করা শক্তিশালী বোমাটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উল্টো রথযাত্রার পথে পাতা হয়েছিল বলে ধারণা পুলিশের। (জাগো নিউজ: ১৩)

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেশে চলতি বছরে ৪০ জনের মৃত্যু। (জাগো নিউজ: ১৮)

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে দেশের চার সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কসঙ্কেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর । (রে. টুডে: ১৯)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে পুশ-ইনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ৭ জনকে ফিরিয়ে নিয়েছে বিএসএফ। (জাগো নিউজ: ২৬)

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর নিকটবর্তী বাসিন্দাদেরকে নিরাপত্তার জন্য সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী । (এনএইচকে: ০৭)

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ও অন্যান্য দাবি মেনে নেওয়ায় আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। (ডয়েচে ভেলে: ০৮)

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে কী প্রভাব ফেলবে?

জোরপূর্বক শ্রমে পণ্য উৎপাদন যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার অভিযোগে বাংলাদেশ থেকে থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই শুল্ক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলবে- সেই প্রশ্ন সামনে আসছে। এর আগেও দুই দফায় বাংলাদেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার রাত ১২টা থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মনে করছে, এই শুল্ক আরোপের খুব একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না রফতানি খাতে। শুক্রবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কস্তরে রাখা হয়েছে। ফলে এসব দেশের তুলনায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সরকারের এই বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি একমত নন অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক আরোপের বেশ কিছু প্রভাব তৈরি হতে পারে। সিপিডির গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, এই শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমতে পারে। তবে নতুন শুল্কের কারণে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে তাৎক্ষণিক বড়ো কোনো পরিবর্তন হবে না বলে মনে করছেন রফতানিকারকরা। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি বা বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ট্যারিফের হার যেহেতু বাড়ছে না, ফলে এর খুব একটা প্রভাব পড়বে না বাংলাদেশের ওপর। শুক্রবার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরও একই যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন, "এটি নতুন শুল্ক আরোপ নয়, রিপ্লেসমেন্ট বা প্রতিস্থাপন। নতুন কোনো অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়নি। ফলে শুল্ক পরিস্থিতিতে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন আসছে না।"

কোন দেশের ওপর শুল্কহার কত?

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে যে-সব পণ্য রফতানি করা হয়, তার মধ্যে ৮৫ শতাংশই তৈরি পোশাক। তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ হচ্ছে, ভিয়েতনাম, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও হন্ডুরাস। শুক্রবার রাত থেকে যে ৬০টি দেশের ওপর ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা এসেছে, এর মধ্যে ১৭টি দেশের জন্য ১০ শতাংশ এবং বাকি দেশগুলোর জন্য সাড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ১০ শতাংশ শুল্কহার আরোপ করা হয়েছে যে দেশগুলোর ওপর সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। রফতানিকারকরা বলছেন, নতুন ঘোষণায় বাংলাদেশের জন্য কার্যকর ট্যারিফে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এতদিন সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিল। সেই ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। সুতরং শতাংশের হিসেবে এটি অপরিবর্তিতই থাকছে।" বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্কের বাইরে চীন, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, ব্রাজিল, মিসরসহ ৩৮টি দেশের পণ্যে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।

কী প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে?

এই শুল্ক আরোপের ঘোষণা আসার পর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে বলেছে, বাংলাদেশ ১৭টি দেশের একটি, যাদের জন্য সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুণ্ণ থাকবে। একইসঙ্গে চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো প্রধান প্রতিযোগী দেশের ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আরো জোরালো হবে বলে মনে করছে সরকার। যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে শুল্কগুলো আরোপ করা হয়েছে, তার নেতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে পড়ছে। কেননা ইউরোপের বাজারের বাংলাদেশের পণ্য রফতানির ধারায় কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দীর্ঘমেয়াদে একটি প্রভাব পড়তে পারে উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে শুল্ক একই রকম থাকছে এবং শর্তগুলোও আগের মতোই থাকছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং বর্তমানে যে দুর্বল পরিস্থিতি আছে, সেটিরই ধারাবাহিকতাই থাকবে বলে সহজেই অনুমান করা যায়।" "নতুন শুল্ক যেটি দেওয়া হলো শ্রমমানের কারণে, বাণিজ্য শর্তের সেই জায়গাগুলোতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না হলে চ্যালেঞ্জটা কন্টিনিউ করবে সামনের দিনগুলোতে।"
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, হয়ত বাংলাদেশে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি বড়ো আকারে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ তৃতীয় যে দেশ (বিশেষ করে চীন) থেকে কাঁচামাল আমদানি করে থাকে, সেখানে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি থাকলে তার প্রভাব পড়তে নতুন এই শুল্ক ঘোষণার ফলে। মি. মোয়াজ্জেম বলছিলেন, "তৃতীয় দেশ হিসেবে আমরা চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি করে থাকি। সেই জায়গায় থেকে সরে আসার মতো অবস্থায় নেই। সেখান থেকে বাংলাদেশকে বাজার বহুমুখী করার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে ভাবা দরকার। কেননা আগামীতে ট্র্যাডিশনাল বাজার অব্যাহতভাবে ওঠানামার মধ্যে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। সেখানে মেরুকরণেরও ইঙ্গিত রয়েছে।" তবে, কাঁচামাল

আমদানিকারক তৃতীয় দেশ চীন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, সেটি মানছে তৈরি পোশাক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "আমাদের ক্ষেত্রে কোনো ফোর্সড লেবার পায়নি। আমরা এই চ্যালেঞ্জে গেছি। এখন তারা বলতেছে, যেখানে ফোর্সড লেবার (জোরপূর্বক শ্রম) ইউজড হয়, সেখান থেকে আমরা 'র মেটেরিয়ালস' (কাঁচামাল) আমদানি করি... ইনডাইরেক্টলি অথবা ডাইরেক্টলি তারা চীনের কথা বলেছে।" অর্থাৎ নতুন ঘোষণার পর সরাসরি রফতানিতে প্রভাব না পড়লেও কাঁচামাল আমদানিতে যে সংকট তৈরি হতে পারে, তার একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া গেছে।

শুল্ক আরোপ নিয়ে দরকষাকষি

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে- এমন দেশগুলোর পণ্য আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপে তৎপরতা শুরু করেন। গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করা হয়। বিশ্বের ৫৭টি দেশের বিভিন্ন হারে এই শুল্ক আরোপ করা হয়। শুরুতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে তা কমিয়ে ৩৫ শতাংশ এবং একপর্যায়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেডের বা এআরটি'র পর শুল্ক ১৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তবে ব্যবসায়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই ১৯ শতাংশ শুল্ক পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেন। সুপ্রিম কোর্টের ওই সিদ্ধান্তের কয়েক দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাহী ক্ষমতাবলে ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্ক আরোপ করেন। আইন অনুযায়ী, এ শুল্ক সর্বোচ্চ ১৫০ দিন বহাল রাখা যায়। ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া প্রায় ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ পণ্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। তবে তেল, গ্যাস, সার ও কিছু খাদ্যপণ্যসহ কয়েকটি পণ্য এ শুল্কের বাইরে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য রফতানিতে আগে থেকে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক ছিল। তার সাথে জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগে ১০ শতাংশ শুল্কের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এখন থেকে পণ্য রফতানিতে শুল্ক দাঁড়াবে ২৫ শতাংশ। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের জন্য এখন থেকে ডিউটি ও ট্যারিফ সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ২৬ থেকে ২৭ শতাংশ। কারো কারো জন্য এই পরিমাণ আরো বেশি, যাদের অনেকেই আমাদের প্রতিযোগীও।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

জুলাই আন্দোলনে ৭.৬২ গুলি, স্নাইপারের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন, তদন্ত হবে কবে?

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় বহু মানুষের মৃত্যুর পেছনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচারে গুলি এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়। আন্দোলন চলাকালীন হেলিকপ্টার থেকে গুলি ,স্নাইপার রাইফেল, ৭.৬২ গুলি এমনকি সিভিল পোশাকে অস্ত্রধারীদের গুলি চালানোর ব্যাপারে নানা আলোচনা সমালোচনা হলেও এসব নিয়ে জাতীয়ভাবে বিষদ কোনো তদন্ত করা হয়নি। জুলাই আন্দোলনে সুনির্দিষ্ট করে হেলিকপ্টার থেকে কোন বাহিনী গুলি করেছিল, কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল এবং স্নাইপার রাইফেল ব্যবহারের সন্দেহের কথা বলা হলেও কোন বাহিনীর, কারা সেগুলো ব্যবহার করেছিল, এর কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা এ বিষয় পুলিশ ছাড়া অন্য কোনো বাহিনীর ব্যবহৃত গুলি ও অস্ত্রের পরিচয় কিংবা সংখ্যা বের করতে পারেনি। দুই বছরেও এসব নিয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা না পেয়ে জুলাই আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্ষোভ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় উত্তরা আজমপুর এলাকায় প্রাণঘাতী গুলিতে অনেকের মৃত্যু হয়। জুলাই আন্দোলনে উত্তরা এলাকায় সক্রিয় ছিলেন ওয়ালিদ ইসলাম নাঈম জমাদার। আন্দোলনে এক পর্যায়ে নাঈম নিজেও গুলিতে আহত হন। নাঈম জমাদার বিবিসি বাংলাকে, আন্দোলনের সময় হেলিকপ্টার ব্যবহার হয়েছিল, অনেক মৃত্যুর পেছনে স্নাইপার থেকে গুলির সন্দেহ আছে। কিন্তু এসব নিয়ে গত দুই বছরে সুনির্দিষ্ট তদন্ত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। জুলাই আন্দোলনে ঢাকার বাড্ডা লিংক রোড, রামপুরা বনশ্রী এলাকা ছিল রণক্ষেত্র। সেখানে সক্রিয় ছিলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শেখ নাজমুস সাকিব। তিনিও হেলিকপ্টারে করে সিভিল পোশাকে অস্ত্রধারীদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে দেখেছেন। ওইদিন তার পাশে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, যেটি স্নাইপার রাইফেল থেকে হতে পারে এমন সন্দেহ করেন তিনি। তদন্তে এসব ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। নাঈম জমাদার বিবিসি বাংলাকে বলেন হেলিকপ্টার স্নাইপার নিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন ছিল শুরুতেই। তিনি বলছেন, "এখন পর্যন্ত এটা রহস্য উদঘাটন করতে পারলো না যে, গুলি হেলিকপ্টার থেকে হয়েছিল কিনা। কোন কোন স্পটে হয়েছিল। স্নাইপার শুট কোন কোন স্পটে হয়েছিল। কয়জন স্নাইপার শুটে মারা গেছে?" নাঈমের কথায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা রয়েছে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কারা জড়িত ছিল, সেটা এখনো অস্পষ্ট। তিনি বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকটা পার্ট আছে, সেনাবাহিনী, র্যাব পুলিশ বিডিআর (বিজিবি) কোন পার্ট আমাদের উপর গুলি চালালো, নাকি ডিজিএফআই, নাকি দেশের বাইরের অন্য কোনো বাহিনী, নাকি অন্য কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে ইউজ করেছে তারা, এটাতো এখনো ধোয়াশার ভিতরে আছে।" আন্দোলনের দুই বছর পরেও স্নাইপার সন্দেহের গুলির উৎস এবং কোন বাহিনীর কারা জড়িত ছিল, তার কোনো জবাব পাননি সাকিব

নাঈমের মতো আন্দোলনকারীরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায় প্রাণঘাতী গুলি, সন্দেহজনক স্নাইপার, হেলিকপ্টার এবং বহিরাগতদের অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তদন্ত করেনি।

'সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু' গুলির ব্যবহার

অন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে এম সাখাওয়াত হোসেন দায়িত্ব গ্রহণের পর ৭.৬২ গুলির ব্যবহার এবং বহিরাগত অস্ত্রধারীদের বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারে শুরুতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে মাত্র আটদিনের মাথায় অন্য মন্ত্রণালয়ে যেতে বাধ্য হন এম সাখাওয়াত হোসেন। তার দাবি, অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা থাকাকালীন ৭.৬২ গুলি নিয়ে দেওয়া তার বক্তব্য গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুলভাবে উপস্থাপন হয়েছিল। মূলত তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রাণঘাতী সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু গুলি পুলিশকে কেন, কীভাবে দেওয়া হয়েছিল? "পুলিশ আহত দেখলাম। ছেলেদের বিভিন্ন জায়গায় ইনজুরি দেখলাম। একটা ছেলেকে দেখলাম, হাতে বুলেট তার গুলি লেগে হাড্ডিতে গুড়োগুড়ো হয়ে গেছে। এগুলো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখার পর আমি বলেছিলাম যে, এটা পুলিশকে কেন, কীভাবে দেওয়া হলো?" আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে সিভিল পোশাকে অনেকে অস্ত্র ব্যবহার করেছিল ভিডিওতে এমন চিত্র ধরা পড়ে। তাদের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে দাবি করেন সাখাওয়াত হোসেন। "সিভিল পোশাকে এই প্রোহিবিটেড উইপন এগুলো নিয়ে পুলিশের সাথে একসঙ্গে তারা ফায়ারিং করছে। আমি বলেছিলাম, সিভিলিয়ানদের হাতে এই রাইফেলগুলো কোথা থেকে গেল, কীভাবে গেল- এটার একটা ইনকোয়ারি হওয়া দরকার। এটা নিয়ে আমি দু-তিনবার কথা বলেছি, কেবিনেটেই কথা বলেছি, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলেছি। কিন্তু আমি ঠিক জানিনা এটা খুব সিরিয়াসলি কেউ নিয়েছিল কিনা।"

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সুনির্দিষ্ট করে গুলির বিষয়ে তদন্ত না হলেও পুলিশের কাছে এই গুলি বরাবরই ছিল। মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো বলছে, জুলাই হত্যার বিচারের সঙ্গে এই তদন্ত করা হবে। জুলাই হত্যার বিচার হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। নির্বাচিত সরকারের সময়ে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, প্রাণঘাতী অস্ত্র ও ৭.৬২ গুলির ব্যবহার হত্যা মামলার বিচারের ইনভেস্টিগেশনে উঠে এসেছে। তবে শুধু পুলিশের ব্যবহৃত গুলির পরিচয় এবং সংখ্যা তাদের কাছে আছে অন্য বাহিনীর কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। "র্যাব, বিজিবি আর্মি- তারা যে অস্ত্রগুলো ব্যবহার করেছে, সেই অস্ত্রের পরিচয় বা পরিসংখ্যান, সেটা কিন্তু আমরা পাইনি। পুলিশ যে-সব অস্ত্র লিথ্যাল উইপনগুলো ব্যবহার করেছে, সেগুলোর মধ্যে এসএমজি, এলএমজি, চায়না রাইফেল শট গান, নাইন এমএম পিস্তল। সেভেন পয়েন্ট সিক্সটু গুলিগুলো ব্যবহার করেছে, সেগুলোর একটা পরিসংখ্যান হলো সারা বাংলাদেশে পুলিশ প্রায় তিন লক্ষ পাঁচ হাজার গুলি পুলিশ ব্যবহার করেছে। আর ৯৫ হাজার গুলি শুধু ব্যবহার হয়েছে ঢাকাতে। প্রায় ৪১টা জেলায় লেথাল উইপন ব্যবহার করা হয়েছে।"

"'আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলমান আছে। র্যাব বিজিবি এবং আর্মি যে মরণঘাতী অস্ত্রগুলো ব্যবহার করেছে, সেগুলোর উপর কাজ চলছে, ইনভেস্টিগেশন পেন্ডিং আছে, আমরা সেগুলো বের করার চেষ্টা করছি,"' তিনি বলেন।

আলোচনায় 'স্নাইপার'

উত্তরায় আন্দোলনকারী নাঈম জমাদার বলছিলেন, তার পাশেই একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান, যেখানে আশপাশে কোনো পুলিশ ছিল না। বিক্ষোভকারীদের জন্য পানি বিতরণ করে আলোচিত মীর মুগ্ধ নিহত হয়েছিলেন উত্তরায়। অনেকের সন্দেহ স্নাইপারের গুলিতে মুগ্ধ নিহত হন। কারণ হঠাৎ দূর থেকে আসা একটি গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন মুগ্ধ। ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা প্রাথমিকভাবে জুলাই আন্দোলনে স্নাইপার রাইফেলের ব্যবহারের তথ্য নিশ্চিত হয়েছে বলে জানান চিফ প্রসিকিউটর। চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, "অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড হয়েছে যে, একটা মিছিল হচ্ছে সামনে, পেছনে কিছু নাই হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে, একটা বুলেট এসে লেগেছে, সে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেছে। বুলেটটা একদিক থেকে এসে অন্যদিক থেকে বের হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই স্নাইপার শট যদি না হয়, তাহলে এই জাতীয় হত্যাকাণ্ড সম্ভব না।" "স্নাইপারের ব্যবহার যে হয়েছে, সেটা আমাদের প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে এসেছে। তবে এটা সত্য, এখন পর্যন্ত আমরা স্নাইপার রাইফেল জব্দ করতে পারিনি কিন্তু সেটা যে ব্যবহার হয়েছে, সেটা আমরা মোটামুটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছি। তবে কারা করেছে, সেটা এখনো শেষ হয়নি।" স্নাইপার ব্যবহার নিয়ে সাবেক উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তিনি আগস্টে অজ্ঞাত ফোনে স্নাইপার বিষয়ে সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন। এছাড়া দুটো মৃতদেহ এবং এক্সরে দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে, স্নাইপার ছাড়া এত সূক্ষ্ম নিশানা সম্ভব নয়। "দুটো মৃতদেহ আমি নিজে দেখলাম, এক্সরে দেখলাম। একটা ছেলের মাথায় গুলি লেগেছে। পুরো ছিদ্র হয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। স্নাইপার রাইফেল। এইমড অ্যাট। স্নাইপার কিন্তু ভাইটাল জায়গাগুলোতে ফায়ার করে।" মি. হোসেন বলেন, "আমাকে ওয়ার্ন (সতর্ক) করাতে আমি সরে আসছি। নাহলে হয়ত আমার উপর হামলা হতো। ক্লিয়ারলি বলেছে, স্নাইপার ডেপ্লোয়েড স্যার আপনি আগাবেন না আপনি পেছনে চলে যান।" ওইদিন পাঁচ তারিখে অনেক স্নাইপার শট হয়েছে বলে ধারণা করেন সাখাওয়াত হোসেন। "অনেকে সন্দেহ করেন যে, শুধু পুলিশ বা আর্মড ফোর্সের স্নাইপার না, কিছু স্নাইপার ট্রেইন্ড বাইরের লোকজনও ছিল বলে অনেকে মনে করে, সেগুলোর তো সন্দেহ দূর হয়নি এখন পর্যন্ত। আমরা বিফোর গর্ভমেন্ট ফরম এয়ারপোর্টে দেখলাম অনেক লোক, পেপারে দেখলাম অনেক পুলিশ ত্রিপুরার দিকে ট্রিটমেন্টের জন্য গেছে। হোয়ার আর দে। আর দে এবল টু কাম ব্যাক। এরকম অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।" তবে পুলিশ সদরদপ্তর জানিয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে পুলিশের কোনো স্নাইপার রাইফেল ছিল না। গণমাধ্যমে ২০২৪ সালে যে স্নাইপার কেনার ক্রয়াদেশ বা দরপত্র এসেছে, সেগুলো জাতিসংঘ মিশনের জন্য কেনা হয়েছে এবং ২০২৫ সালে পুলিশ হাতে এসেছে। ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থাও পুলিশের কাছে স্নাইপার রাইফেলের ব্যবহারের কোনো তথ্য প্রমাণ পায়নি। চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলেন, "আমরা যেটুকু সন্দেহ করি যে, স্নাইপারের ব্যবহার হয়েছে উত্তরায়, যাত্রাবাড়ীতে এবং অনেকগুলো জায়গায়। স্নাইপারের ব্যবহার নিয়ে ইনভেস্টিগেশন আমাদের চলমান আছে, নিশ্চই আমরা সেই বিষয়ে একটা কনক্রিট একটা রিপোর্ট আমরা দিতে পারবো।"

এদিকে, সিভিল পোশাকে স্নাইপার রাইফেলের ব্যবহার কারা করেছিল, সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সামনে আনছেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন বক্তব্যে স্নাইপার ব্যবহার করে লাশ ফেলে আন্দোলন চাঙ্গা করা হয়েছিল এমন অভিযোগও তোলা হচ্ছে। জুলাই আন্দোলকারী নাজমুস সাকিব ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তদন্ত না হওয়ার কারণেই এখন ভিন্ন ন্যারেটিভ আসছে। "একটা ন্যারেশন কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, কোনো দল বা কোথা থেকে এইগুলো (স্নাইপার) করা হয়েছে বা নিজেদের উপর ফায়ার করা হয়েছে, যাতে এটা সেই সময়কার সরকারের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই সুযোগটা পাচ্ছে কারণ সুষ্ঠু তদন্তটা এখন পর্যন্ত হয় নাই।" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে মাত্র আটদিন দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন। এসব নিয়ে এখনও বড়ো ধরনের তদন্ত দরকার বলে তিনি মনে মরেন। "এটা কারা ডিজাইন করেছে, একসেসিভ ফোর্স ইউজ করা হয়েছে, স্নাইপার কেন ইউজ করা হলো। কারা করলো, কে হুকুম দিল, কোথা থেকে আসলো। তারপরে এই উইপনগুলো, অ্যামুনেশন কোনটা ব্যবহার হয়েছে, কেন ইউজ হয়েছে- এরকম যদি আপনি পুরো জিনিসটাকে স্টেপ বাই স্টেপ করেন, তাহলে আপনি একটা পর্যায়ে পৌছাবেন যে, কী ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং বিষয়টা পরিস্কার হবে।" তিনি মনে করেন, সরকার এখন একটা স্থিতিবস্থায় আছে, যেহেতু পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেছে। এখন যদি এসব খতিয়ে দেখা না হয়, তাহলে ল এনফোর্সিং এজেন্সি বা ল এন্ড অর্ডারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। "স্নাইপার এবং প্রাণঘাতী গুলি নিয়ে তদন্ত হওয়া দরকার ছিল," তিনি বলেন।

সরকারে থাকা অবস্থায় তিনি বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কেবিনেটে দুই তিনবার আলোচনা করেছিলেন কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে সেই তদন্ত হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তদন্ত না হওয়ার পেছনে নানা সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন সেক্টরে ধারাবাহিক আন্দোলনকেও দায়ী করেন মি. হোসেন। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এখন নির্বাচিত সরকারের উচিত তদন্ত করা। "আমরা করি নাই বলে আপনি করবেন না! ঠিক আছে আমরা করি নাই- আমরা বেকুব, আমরা অথর্ব ছিলাম, এখন আপনারা করবেন না তাই বলে! এটা হয়? আমি খুব দৃঢ়ভাবে বলছি, হোম মিনিস্ট্রির উচিত হবে এই তদন্তগুলো করা। একসেসিভ ইউজ অফ ফোর্স, হু আর রেসপনসেবল। অনেক প্রশ্নের উত্তর জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে আবার।" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেয়নি। তবে মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো বলছে, জুলাই হত্যা মামলার সঙ্গে এর তদন্ত করা হবে। ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর জানিয়েছেন, সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং আইন মন্ত্রণালয় থেকে তারা সবরকম সহযোগিতা পাচ্ছেন এবং আলোচিত ইস্যুগুলোর তদন্ত করা হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে- বিএনপিতে কী আলোচনা হচ্ছে?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের বিদায়ের পর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন- এই আলোচনা জোরদার হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন, বিশেষ করে সরকারি দল বিএনপির মধ্যে। পাশাপাশি কী কারণে হুট করে মি. সাহাবুদ্দিনকে পদত্যাগ করতে হলো, তা নিয়েও কৌতূহল আছে অনেকের মধ্যে। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পর ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে জাতীয় সংসদ। সে অনুযায়ী আগামী ২৪ অক্টোবরের মধ্যেই এর নিষ্পত্তি হবে বলে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেছেন, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং দলের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। একই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীও। এর আগে, শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ২০২৩ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়া তিন বছর তিন মাস পর তিনি পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগ সম্পর্কে কয়েকদিন আগে থেকেই নানা ধরনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। তার পদত্যাগের পর সংবিধান অনুযায়ী, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, সেটি ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন, তবে বিএনপি যেন দেশের অভিভাবক হওয়ার মতো কাউকেই এই পদের জন্য বেছে নেয়, সেটিই সবার চাওয়া থাকবে। বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলছেন, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে কাউকে রাষ্ট্রপতির জন্য বেছে নেওয়াটাই হবে শ্রেয়।

আলোচনা ও কৌতূহল কাদের নিয়ে

রাষ্ট্রপতি পদে কে আসবে- এ নিয়ে বিএনপির মধ্যে আলোচনা নতুন কিছু নয়। বরং গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়ে সরকার গঠনের সময় থেকেই দলের ভেতরে এ নিয়ে কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল। "এর কারণ হলো আওয়ামী লীগের সময়কার রাষ্ট্রপতিকে বিএনপি যে রাখবে না, সেটা তো অনিবার্যই ছিল। প্রশ্ন ছিল যে, কখন সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে। এখন যেহেতু পদত্যাগ হয়ে গেছে, তাই বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন যে, কে রাষ্ট্রপতি হবেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ। তবে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের মুহূর্ত থেকেই বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে স্পিকার থেকেই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং সে কারণেই অনেকেই মনে করেন, শেষ পর্যন্ত সাতবারের সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদও হয়ে উঠতে পারেন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চূড়ান্ত পছন্দ। অন্যদিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরেই দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি। দলের নেতা-কর্মীরা অনেকে মনে করেন, মি. রহমানের লন্ডনে থাকার সময়কালে দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলন ও পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কঠিন পরিস্থিতি সামলেছেন মি. আলমগীর। এ পদে যেতে তিনি আগ্রহী কি-না এমন এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের আজ মি. আলমগীর বলেছেন যে, "দেশের সংবিধান মেনে এ বিষয়ে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাই চূড়ান্ত।" প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীও আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, সেটি দলের উচ্চপর্যায়েই সিদ্ধান্ত হবে। তবে দলের মধ্যে অনেকের আবার এমন মতও আছে যে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মি. আলমগীর দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই সক্রিয় থাকুন।

এছাড়াও নেতা-কর্মীদের অনেকের মধ্যে দলটির সিনিয়র নেতা আব্দুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান ও সেলিমা রহমানকে নিয়েও আলোচনা আছে। তবে এর বাইরে সম্প্রতি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পাওয়া আইরিন খানের নামও শোনা যাচ্ছে বিএনপির নেতা-কর্মীদের আলোচনায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হওয়ায় তাকে নিয়ে গুঞ্জন বাড়ছে। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলছেন, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা বিএনপির আছে এবং তিনি মনে করেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয়ই সেসব অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেবে। "রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুর রহমান বিশ্বাস জেনারেল নাসিমের ক্যু ঠেকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে প্রশংসিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের পর ওয়ান ইলেভেন এসেছিল। এসব চিন্তা করলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই এ পদের জন্য শ্রেয় হবেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, আগামী ৬০ দিনের মধ্যেই সংসদ অধিবেশন বসবে এবং সেই অধিবেশনেই এর নিষ্পত্তি হবে যাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, "রাষ্ট্রপতির পদ আলংকারিক হলেও একটা ঐকমত্য থাকা উচিত যে, তিনি দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখবেন। তেমন একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে পেলে ভালো হবে।"

হুট করে সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ কেন

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ঘটনাবলীর কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন তখনকার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তখন অনেকেই শাসনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা করেছিলেন। মি. সাহাবুদ্দিন তার পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়ে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে আমি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত কামনা করি। অতঃপর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করি।" ওদিকে পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত সরকারকে সমর্থন দিয়ে এসেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নির্বাচিত হওয়া মি. সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির দিক থেকে দাবি ছিল। কিন্তু বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব এমন কোনো ইঙ্গিত এতদিন দেয়নি যে, মি. সাহাবুদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই এটি প্রকাশ পায় যে, তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে যাওয়া স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে ঢাকায় আনা হয়। শুক্রবার তার কাছেই পদত্যাগপত্র পাঠান মো. সাহাবুদ্দিন। এসব কিছু মিলিয়ে হুট করে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করানো নিয়ে নানা আলোচনা ডালপালা মেলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। তবে বিএনপির কেউ কেউ বলছেন যে, দলের ভেতরেই প্রভাবশালী একটি অংশ রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন, যার মূল উদ্দেশ্য হলো- ক্ষমতাকে সুসংহত করা কিংবা সামনের জন্য কোনো ঝুঁকি না রাখা। মূলত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন- এমন ঘোষণা সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের উদ্যোগে গতি আসে বলে বিএনপির কয়েকজন নেতার সাথে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আন্দোলনের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ

পদত্যাগ করেছেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ডাক্তারি ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ধরে দিল্লিসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় ধর্মেন্দ্র প্রধান তার পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন। এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, "যন্তর মন্তরসহ দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, দেশবিরোধী শক্তিগুলো যাতে এর সুযোগ নিতে না পারে, দেশের ঐক্য যেন বজায় থাকে, ভারতের একটি ছাত্রের ভবিষ্যতও যেন আইনি জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে এবং আমাদের সন্তানরা যেন পড়াশোনায় সময় দিয়ে ক্যারিয়ার গড়ায় মনোযোগ দিতে পারে- এসব কথা মাথায় রেখে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি।" এর আগে কংগ্রেসসহ সব বিরোধী দল তার পদত্যাগের দাবি তুলেছিল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের সতর্ক করেছে ইরানি বাহিনী

মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর নিকটবর্তী বাসিন্দাদেরকে 'নিজেদের নিরাপত্তার জন্য' সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী বা আইআরজিসি। আইআরজিসি , যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেতু ও রেলপথে হামলার অভিযোগ তোলার পর এই সতর্কতা জারি করা হয় , যেখানে বলা হয় যে এই হামলায় বেসামরিক লোকজনের হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে আইআরজিসি এই হুমকি দেয়। এতে দাবি করা হয় যে , মার্কিন সেনারা ভয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ভবন থেকে কার্যক্রম চালাচ্ছে। সেনাদের 'গোপনে রাখা' স্থানগুলো থেকে 'কমপক্ষে ৫শ মিটার দূরে' থাকার জন্য জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে , ইরানের উপর বড় আকারের হামলা চালানো হবে কি না , সে বিষয়ে তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য চূড়ান্ত মুহূর্ত কোনটি হবে এমন প্র শ্নের জবাবে তিনি বলেন , "আমি আপনাকে এখনই তা বলতে পারছি না। আমরা তাদের সাথে কথা বলছি। তাই, হয়ত কোনো চূড়ান্ত মুহূর্ত আসবে না , আবার হয়ত আসবে। আমরা প্রস্তুত। দেখুন , আমরা সবকিছু নিয়ে পুরোপুরি তৈরি। আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তাদের সাথে কথা বলছি। তাই চূড়ান্ত মুহূর্ত হয়ত আসবে , আবার হয়ত আসবে না।" তিনি, ইরানের বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালানোর বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। তবে, তিনি হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলা করার জন্য তেহরানকে হুমকি দিয়ে আসছেন এবং বলেছেন যে তেহরান সেটি বন্ধ না করলে মার্কিন বাহিনী সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালাতে পারে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

১১ দলীয় ঐক্যের কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়াল খেলাফত মজলিস, একক কর্মসূচির ঘোষণা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের যৌথ কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে অন্যতম শরিক দল খেলাফত মজলিস। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঐক্য মূলত একটি নির্বাচনি সমঝোতার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং নির্বাচন শেষ হওয়ায় এর কার্যকারিতা বাস্তবে শেষ হয়ে গেছে। আজ (শনিবার) রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ এবং পরিচালনা করেন মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটি জানায়, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ১১ দলীয় ঐক্যের কিছু কর্মসূচিতে অংশ নিলেও এখন থেকে এই জোটের আর কোনো কর্মসূচিতে তারা অংশ নেবে না। তবে দেশ, জাতি ও ইসলামের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। খেলাফত মজলিস আরও জানায়, দলটি এখন থেকে নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকবে। তবে অন্যান্য দলের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দলটির নায়েবে আমির আহমাদ আলী কাসেমী বলেন, এখন থেকে খেলাফত মজলিস এককভাবে কর্মসূচি পালন করবে। এসব কর্মসূচিতে অন্য দলের নেতারা অংশ নিতে পারবেন এবং খেলাফত মজলিসের নেতারাও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য দলের কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন।

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের সমালোচনা

শূরার অধিবেশনে জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। দলটির নেতারা অভিযোগ করেন, গণভোটের পূর্ণাঙ্গ রায় ও জুলাই সনদকে পাশ কাটিয়ে সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছে, যা জনগণের রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা বলেন, জনগণ এমন সংবিধান সংস্কার চায়, যেখানে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য সংসদে দ্রুত সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং জুলাই ও শাপলা গণহত্যাসহ ফ্যাসিবাদী

কর্মকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার দাবি জানানো হয়। খেলাফত মজলিসের নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, গণভোটের রায় উপেক্ষা বা পাশ কাটানোর চেষ্টা করলে সরকার রাজনৈতিকভাবে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়বে।

সেপ্টেম্বরে গণসমাবেশ, স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত

জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দেশের বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরে গণসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খেলাফত মজলিস। এছাড়া আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যথাসম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নীতিগত সিদ্ধান্তও নিয়েছে দলটি। অধিবেশনে শোক প্রস্তাবসহ মোট চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে দলের নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, আহমদ আলী কাসেমী, অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফরিদ, অধ্যাপক সিরাজুল হক, মাওলানা সাইয়েদ ফেরদাউস বিন ইসহাক, মুফতি আবদুল হামিদ, যুগ্ম মহাসচিব জাহাঙ্গীর হোসাইন, সংসদ সদস্য মুফতি আবুল হাসানসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও মজলিসে শূরার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

সৌদি আরবে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আজ ভোরে ইয়েমেন সৌদি আরবে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের জিজান শহরে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। জানা গেছে, ইয়েমেনের হুদাইদা বন্দরে সৌদি হামলার জবাবে ইয়েমেন পাল্টা প্রতিশোধমূলক ডটঅভিযান শুরু করেছে। সানাভিত্তিক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, হুদাইদা প্রদেশকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে সৌদি সরকার আসন্ন সময়ের প্রধান নীতি হিসেবে "উত্তেজনার জবাবে উত্তেজনার" পথ বেছে নিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই হামলার ফলে সৃষ্ট সব ধরনের পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য সৌদি সরকারই দায়ী। বিবৃতিতে বলা হয়, ইয়েমেনের অবরোধ প্রত্যাহারের ন্যায্য ও বৈধ দাবিতে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে সৌদি সরকার একটি বড় ভুল করেছে, যার জন্য তাদের চড়া মূল্য দিতে হবে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৫.০৭.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

দাবি পূরণের পর আন্দোলন প্রত্যাহার 'ককরোচদের'

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ও অন্যান্য দাবি মেনে নেওয়ায় আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস শনিবার সাংবাদিকদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমাদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই আমরা আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করছি, তারা যেন অবিলম্বে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান।'' শিক্ষমন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আসার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন, তাদের দুটি দাবি এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে।প্রথম দাবিটি ছিল, যেসব শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে এক কোটি রুপি করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় দাবিটি ছিল, ২০ জুলাই যেসব পুলিশ সদস্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এমনকি ওই ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এরপরই দিল্লির কনস্টিটিউশনাল ক্লাবে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে সিজেপি নেতারা। বৈঠকে দেশটির স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্পনা মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সরকারের পক্ষ হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। ওই বৈঠকে তাদের সব দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রনি)

ইয়েমেনে সৌদি বিমান হামলা, পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি হুতিদের

ইয়েমেনের বেসামরিক অবকাঠামোতে সৌদি আরব হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা। রিয়াদের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এই অভিযোগ আনা হলো। এই ঘটনার পর সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের হুতিরা। সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানিয়েছে, শুক্রবার তারা হুতি নিয়ন্ত্রিত বন্দরনগরী হোদাইদাতে বিমান হামলা চালিয়েছে। তাদের দাবি, লোহিত সাগরে সৌদি তেলবাহী ট্যাংকারগুলোর ওপর হুতিদের হামলার জবাব দিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। সামুদ্রিক অবরোধের অংশ হিসেবে হুতিরা হামলা করেছিল বলে দাবি সৌদি জোটের। হুতিদের সংবাদমাধ্যম আনসারুল্লাহ মিডিয়া টেলিগ্রামে এক পোস্টে বলেছে, "হোদাইদা ও কামারান দ্বীপে বেসামরিক স্থাপনায় সৌদি শত্রুর হামলা একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে।" এতে আরো বলা হয়েছে, "আমরা নিশ্চিত করছি, এই সাম্প্রতিক হামলার জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে।" শনিবার হুতি পরিচালিত আল মাসিরাহ টেলিভিশন জানিয়েছে, সৌদি হামলায় রাষ্ট্রীয় টেলিযোগাযোগ করপোরেশনের স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূলীয় কামারান দ্বীপেও হামলা করেছে সৌদি বাহিনী। চ্যানেলটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার ঘটনায় হোদাইদায় একজন কর্মী আহত হয়েছেন এবং কামারান দ্বীপে একজন নারী আহত হয়েছেন। কিন্তু সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট দাবি করেছে, তারা "হুতিদের সামরিক স্থাপনা" টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে এবং লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করছিল এমন লক্ষ্যবস্তু

ধ্বংস করেছে। রিয়াদ বলেছে, তাদের জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন তারা তা করতে পিছপা হবে না। পাশাপাশি হুতিদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তারা যদি "শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড" চালিয়ে যায়, তবে জবাব দিতে সৌদি আরব কোনো দ্বিধা করবে না।এই ঘটনার পরই ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর জিজানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করেছে। ইরান সমর্থিত এই গোষ্ঠীর সংবাদমাধ্যম আনসারুল্লাহ মিডিয়া শনিবার ভোরে টেলিগ্রামে এক পোস্টে জানায়, "ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার" পর জিজানে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ এক সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, ''ওই অঞ্চলে বিপদ কেটে গেছে।'' তবে তারা কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয় উল্লেখ করেনি। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরবের জন্য লোহিত সাগর গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌপথ। কারণ, অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালির বিকল্প হিসেবে এই পথ ব্যবহার করা হচ্ছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রনি)

'ককরোচ' আন্দোলনের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ

ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেছে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে গড়ে ওঠা 'ককরোচ' আন্দোলনকারীদের জন্য এটিকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এদিকে, নিজ পদ থেকে সড়ে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেছেন কিনা, বা করবেন কিনা, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "যন্তর মন্তর এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে যে পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি।" তিনি আরও লিখেছেন, "যাতে কোনো রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, দেশের ঐক্য অটুট থাকে, ভারতের কোনো শিক্ষার্থী আইনি জটিলতায় না জড়ায় এবং আমাদের সন্তানেরা তাদের সময় পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করতে পারে।" এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পরেও তাদের দুটি দাবি এখনও রয়ে গেছে। প্রথম দাবিটি হলো যেসব শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে এক কোটি রুপি করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় দাবিটি হলো, ২০ জুলাই যেসব পুলিশ সদস্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এমনকি ওই ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রনি)

আগামী সংসদ অধিবেশনেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: আইনমন্ত্রী

বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত সময় আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। এজন্য সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, 'সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের হাতে সময় আছে। সুতরাং বিশেষ অধিবেশন ডাকার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। যেহেতু ১৫ জুলাই থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আমাদের পরবর্তী অধিবেশন হওয়ার কথা, আশা করি সেই অধিবেশনেই এটা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।' শনিবার দেশটির রাজধানী ঢাকায় একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী আরও জানান, মানবাধিকার কমিশন আইন এবং গুম প্রতিকার ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য আগামী মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে তোলা হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এটি সংসদে যাবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

চন্দনাইশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০০ অসহায় পরিবারের মধ্যে জরুরি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার (২৫ জুলাই) বিকেলে উপজেলার পশ্চিম হারলা এলাকায় স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে মেয়রের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিল চাল, ডাল, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় শুকনো খাবার। চন্দনাইশ উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে আমরা সবসময় আন্তরিকভাবে কাজ করছি এবং ভবিষ্যতেও এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, বিএনপির রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই দল-মত নির্বিশেষে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। মেয়র আরও বলেন, যে পরিমাণ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়, তাহলে আরও চালের ব্যবস্থা করা হবে। কোনো অসহায় পরিবার যেন খাদ্য সংকটে না থাকে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণই আমাদের অঙ্গীকার। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি মানুষের পাশে থেকে তাদের প্রয়োজনীয়

সহায়তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পরে মেয়র ডা . শাহাদাত হোসেন নিজ হাতে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য ইখতিয়ার হোসেন ইফতু। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন , দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মনজুর আলম তালুকদার , জেলা বিএনপি নেতা আবদুল মাবুদ মাহাবু, সৌদি আরব বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাঈন উদ্দিন মাঈনু , উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদ খান , বাহাউদ্দিন চৌধুরী, সাইফুল করিম, পৌরসভা বিএনপির নেতারাসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

৩ হাজার ২২৫ ভবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অভিযানের আওতায়

জেলা প্রশাসন জানায় , মাসব্যাপী এ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ১৩১টি সরকারি দপ্তরের ৪১৬টি ভবন, আটটি সরকারি আবাসিক এলাকার ১০৮টি ভবন , উপজেলা পর্যায়ের ৪০৬টি ভবন এবং ২ হাজার ২৯৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ২২৫টি ভবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাদ, আঙিনা ও আশপাশের এলাকায় জমে থাকা ময়লা -আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসক বলেন , কোথা থেকে কী পরিমাণ বর্জ্য অপসারণ করা হলো, তার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। একই সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার আগে ও পরের চিত্র সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। শোভাযাত্রায় অংশ নেন মেয়র , বিভাগীয় কমিশনারসহ কর্মকর্তারা কর্মসূচির উদ্বোধনী শোভাযাত্রা সার্কিট হাউস থেকে শুরু হয়ে কাজীর দেউড়ি , চট্টগ্রাম অফিসার্স ক্লাব ও রেডিসন ব্লু এলাকা ঘুরে আবার সার্কিট হাউসে এসে শেষ হয়। পরে কোর্ট হিলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আইনজীবী ভবন ও প্রশাসকের কার্যালয়ের ছাদেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এতে অংশ নেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা . শাহাদাত হোসেন , চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে র (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন, বিভাগীয় কমিশনার ড . মো. জিয়াউদ্দীন, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো . মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার হাসান মো . শওকত আলী এবং পুলিশ সুপার মো . মাসুদ আলমসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা। জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন , পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধু ময়লা -আবর্জনা সরানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্থায়ী অভ্যাস তৈরি করাই এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, সুস্থ চিন্তার জন্য সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন প্রয়োজন। আর পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হলে সুস্থ চিন্তা, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন — কোনোটিই সম্ভব নয়। আগামী প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন , আমরা একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ চাই। বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের একটি সুন্দর ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সবাইকে নিয়ে কাজ করছি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, মাসজুড়ে প্রতি শনিবার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। অপসারণ করা বর্জ্যের পরিমাণ এবং পরিচ্ছন্নতার আগে -পরে ছবি সংগ্রহ করে পুরো কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শাহজালালের কার্গো ভিলেজের পাশে আগুন, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের পাশে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট। শনিবার (২৫ জুলাই) রাত ৯টা ২০ মিনিটে আগুনের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ বলেন , 'আমাদের কাছে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার সংবাদ আসে রাত ৯টা ২০ মিনিটে। পরে ঘটনাস্থলে দুটি ইউনিট গিয়ে আগুনের কোনো অস্তিত্ব পায়নি। তবে কার্গো ভিলেজের পাশে একটি ময়লার স্তূপে ধোঁয়া দেখা যায়। সে খানে দুটি ইউনিট কাজ করছে। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি এই ধোঁয়ার সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে। তাদের টিমের কাজ শেষ হলে ও প্রতিবেদন পেলে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জুলাই অভ্যুত্থানে ইসলামী আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে: চরমোনাই পীর

জুলাই অভ্যুত্থানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কথা -কাজের মিল রেখে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেন , জুলাই অভ্যুত্থানের দিনগুলোই জ্বলন্ত সাক্ষী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইসলাম, দেশ ও মানবতার পক্ষের শক্তি। শনিবার (২৫ জুলাই) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহমদ আবদুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে চরমোনাই পীর বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে যারাই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছে , তাদের মাধ্যমে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং বারবার রক্তের বিনিময়ে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হয়েছে। জাতি হিসেবে এটা কলঙ্কজনক অধ্যায়। বিশ্বের বুকে দুর্নীতির মতো ঘৃণিত বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে হচ্ছে। দেশের মানুষ এখন মুক্তি চায়। এ দেশের মানুষ কুরআনের শাসন দেখতে চায়। এ দেশের মানুষ আর অন্য দেশের গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ' নগর সেক্রেটারি আবদুল আউয়াল মজুমদারের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন , আইএবির প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরী , কেন্দ্রীয় সদস্য আবদুর রহমান , কেন্দ্রীয় সদস্য মুফতী কেফায়াতুল্লাহ কাশফীসহ নগর ও থানার নেতারা। আমিরের বক্তব্য শেষে চরমোনাই পীর নতুন সেশনের কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুল করীম মারুফ , সহ-সভাপতি জিএম রুহুল আমীন , আনোয়ার

হোসেন, এমএইচ মোস্তফা, আব্দুল আউয়াল মজুমদার, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারি কেএম শরীয়াতুল্লাহ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সন্দেহজনক হামে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হামের উপসর্গে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২১ জনে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে ৯৫ জন মারা গেছে। শনি বার (২৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম -সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হামে মারা গেছে ছয়জন। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম -সংক্রান্ত রোগে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১৬ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৭৮ জনের। যার ফলে এখন পর্যন্ত এমন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ২৭২ জন। একই সঙ্গে নতুন করে সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৬১৩ জন। এ নিয়ে এমন রোগীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত পৌঁছেছে এক লাখ ২২ হাজার ৭৬৩ জনে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক লাখ পাঁচ হাজার ২৯৮ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ এক হাজার ৫৩৫ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৫৯ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেটে তিন এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দুজন করে মৃত্যুবরণ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম দিনেই ১৩৫ টন বর্জ্য অপসারণ

পরিচ্ছন্ন করি নগর -গ্রাম, গড়ি নান্দনিক চট্টগ্রাম ' স্লোগানে শুরু হওয়া মাসব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম দিনেই ১৩৫ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে একসঙ্গে অংশ নিয়েছেন প্রায় ৬ হাজার ২০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী। শনিবার (২৫ জুলাই) সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার নেতৃত্বে জেলার সরকারি দপ্তর, সরকারি আবাসিক এলাকা, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথমদিনের অভিযানে ১৩৫ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, একদিনে এত বড় পরিসরে কর্মকর্তা -কর্মচারী ও বিভিন্ন শ্রেণি -পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা চট্টগ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, আমরা কারও ওপর চাপ সৃষ্টি করে বা জোর করে এ কার্যক্রম করাতে চাই না। পরিচ্ছন্নতাকে মানুষের অভ্যাসে পরিণত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে নালা পরিষ্কারের সময় বস্তায় মিললো১৩৫০ বুলেট

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার শেরশাহ বাংলা বাজার এলাকায় নালা পরিষ্কারের সময় বস্তাবন্দি অবস্থায় ১ হাজার ৩৫০ রাউন্ড বুলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুর ২টার দিকে এসব বুলেট উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা নালা পরিষ্কার করার সময় একটি বস্তা দেখতে পান। সন্দেহ হলে সেটি খুলে বিপুল পরিমাণ বুলেট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশকে খবর দেন। পরে বায়েজিদ বোস্তামী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তাবন্দি বুলেটগুলো জব্দ করে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বুলেটের মধ্যে ১২০টি বড় আকারের এবং ১ হাজার ২৩০টি ছোট আকারের। সব মিলিয়ে বুলেটগুলোর ওজন প্রায় ১৬ কেজি। বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বলেন, উদ্ধার হওয়া বড় বুলেটগুলো প্রাথমিকভাবে একে-৪৭সহ ভারী অস্ত্রে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে সেগুলোর প্রকৃত ধরন, উৎস ও ব্যবহারের উপযোগিতা পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, কে বা কারা কী উদ্দেশে এসব বুলেট নালায় ফেলে গেছেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় এক বছর আগেও একই এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বুলেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছিল। সর্বশেষ উদ্ধারের ঘটনায় কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

'উন্নয়নের নামে উন্মুক্ত স্থান হারাচ্ছে ঢাকা

রাজধানীর পান্থকুঞ্জ পার্কে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের প্রভাব, নগরের উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ এবং 'আরবান কমন্স' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) কনফারেন্স হলে 'পান্থকুঞ্জ পার্ক: ফাইট ফর দ্য আরবান কমন্স ইন ঢাকা ' শীর্ষক এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিআইপির সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক মু . মোসলেহ উদ্দীন হাসানের সঞ্চালনা য় বৈঠকে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক আমিরুল রাজীব ও নাঈম উল হাসান। মূল প্রবন্ধে পান্থকুঞ্জ এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নগরের উন্মুক্ত স্থান, পরিবেশ ও নাগরিক জীবনের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে নিজেদের প র্যবেক্ষণ তুলে ধরেন তারা। আমিরুল রাজীব বলেন, ঢাকার বিভিন্ন বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ভূমিকা নিয়ে

নানা প্রশ্ন রয়েছে। তার দাবি , আবাসন খাতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার ও পরিবেশগত বিষয়গুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন , পান্থকুঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় দুই হাজার গাছ অপসারণ করা হয়েছে, যার কারণে জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নাঈম উল হাসান তার উপস্থাপনায় পান্থকুঞ্জ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরেন। তিনি ১৬৮ দিনব্যাপী আন্দোলনের কার্যক্রম, নাগরিকদের সম্পৃক্ততা , আদালতে রিট দায়ের এবং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা , পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও ব্যয়সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মূল উপস্থাপনার পর শিক্ষার্থী , সাংবাদিক ও অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ঢাকার অপরিকল্পিত নগরায়ণ , উন্মুক্ত স্থানের ক্রম সংকোচন, পরিবেশ দূষণ, ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অভাব এবং নগরবাসীর জীবনমানের অবনতির বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। কাঁঠালবাগান এলাকার বাসিন্দা সাদমান সাকিব বলেন , এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের পর্যাপ্তভাবে অবহিত করা হয়নি। তার মতে , পান্থকুঞ্জ এলাকাটি স্থানীয় মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উন্মুক্ত স্থান ছিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক , পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে আরও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা প্রয়োজন। বক্তারা বলেন , নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ , নাগরিক অংশগ্রহণ এবং টেকসই নগর পরিকল্পনার বিষ য়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে ঢাকার অবশিষ্ট উন্মুক্ত স্থান ও সবুজ এলাকা সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

এফএসআরইউ মেরামতে দেশি-বিদেশি টেকনিক্যাল টিম কাজ করছে: পেট্রোবাংলা

কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ থাকা এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) মেরামত করে দ্রুত চালু করতে দেশি -বিদেশি টেকনিক্যাল টিম নিরলস কাজ করছে। যত দ্রুত সম্ভব মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করে টার্মিনালটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শনিবার (২৫ জুলাই) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ তেল , গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , এক্সিলারেট এনার্জির এফএসআরইউতে দেখা দেওয়া কারিগরি ত্রুটি মেরামত করে চালুর জন্য দেশি -বিদেশি টেকনিক্যাল টিম নিরলস কাজ করছে। যত দ্রুত সম্ভব এ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোনো নতুন আপডেট পাওয়া গেলে পরে জানানো হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে , এফএসআরইউতে কারিগরি ত্রুটির কারণে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে এলএনজি সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয়ে ছে। এর প্রভাবে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে গেছে। বাসাবাড়ি , শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহে ভোগান্তি দেখা দিয়েছে। সাময়িক এ অসুবিধার জন্য সম্মানিত গ্যাস গ্রাহকদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে পেট্রোবাংলা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামাতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামাতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বলে মত দিয়েছেন চট্টগ্রাম -৯ (কোতোয়ালি) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। শনিবার (২৫ জুলাই) চট্টগ্রাম নগরের জিইসি মোড় এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত 'স্ট্রেনদেনিং রোড সেফটি অ্যাক্ট অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন ইন বাংলাদেশ ' প্রকল্পের আওতায় পলিসি ইনফ্লুয়েন্স গ্রুপ (পিআইজি) আয়োজিত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মত দেন।

প্রশিক্ষণে সড়ক নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন , গতি নিয়ন্ত্রণ, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, দুর্ঘটনার পর জরুরি সেবা এবং সড়ক নিরাপত্তায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সড়কে দুর্ঘটনার পর দ্রুত জরুরি সেবা নিশ্চিত করা এবং সড়ক নিরাপত্তায় জড়িত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি বাড়ানো , একই সঙ্গে সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন প্র ণয়ণের প্রস্তাবটি জাতীয় সংসদে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেন। সড়ক দুর্ঘটনার বর্তমান পরিস্থিতিকে 'আতঙ্কজনক' উল্লেখ করে আবু সুফিয়ান বলেন, প্রতিদিন সড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে এবং বিপুল মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয় , আইন বাস্তবায়ন এবং গণপরিবহনের সঙ্গে জড়িত মালিক, চালক ও যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন , গতি একটি কঠিন সমস্যা। সরকার এরই মধ্যে নগরী ও ম হাসড়কে যানবাহণের গতি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। দুর্ঘটনার পর প্রথম এক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টিকে কাজে লাগাতে হবে। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার ও হাসপাতালে চিকিৎসা এবং জরুরি সেবা নিশ্চিত করা গেলে প্রাণহানি হ্রাস করা সম্ভব।

সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দেশের উদাহরণ তুলে ধরে সংসদ সদস্য আবু সুফিয়ান বলেন , দুবাই রোড সেফটি অথরিটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার পেছনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করা হয়। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আরও শক্তিশালী , দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। একই সঙ্গে সাধারণ নাগরিক (যাত্রী), চালক, পরিবহন শ্রমিক ও পথচারীদেরও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন , আমি সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের জন্য

জাতীয় সংসদে প্রস্তাব পেশ করবো। দেশের স্বার্থে এটাকে তুলতে হবে। সড়ক নিরাপত্তা এখন কেবল পরিবহন খাতের বিষয় নয়, এটি জনস্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা ও জাতীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। চট্টগ্রাম -কক্সবাজার মহাসড়কের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সড়কটি চার লেনে উন্নীত করা হলে দুর্ঘটনা কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হবে। তবে সড়ক প্রশস্ত করার পাশাপাশি গতি নিয়ন্ত্রণ , চালকদের প্রশিক্ষণ, যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা এবং সড়ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন তিনি। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইনে র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসাবে ছিলেন স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী চন্দর কুমার লাহড়ী। পিআইজি গ্রুপের সদস্য সচিব ও দৈনিক পূর্বদেশের বার্তা প্রধান আবু মোশারফ রাসেলের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক এম নাসিরুল হক , ক্যাব বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী , বিশিষ্ট নারী নেত্রী ও ক্যাব চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি জেসমিন সুলতানা পারু , সমাজ কর্মী মিটুল দাস গুপ্ত , ক্যাব চট্টগ্রাম মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, যুগ্ম সম্পাদক মো. সেলিম জাহাঙ্গীর, শিক্ষক ইসমাইল ফারুকী প্রমুখ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ঘরের তালা ভেঙে ১২ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগ

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বসতঘরের দরজা ভেঙে আলমারিতে থাকা প্রায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের ৫ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) দিনগত রাতে এ বিষয়ে বোয়ালখালী থানায় অভিযোগ দায়ের করছেন ভুক্তভোগী মো . জালাল উদ্দিন। তিনি বোয়ালখালী শাকপুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম শাকপুরা গ্রামের আমির হামজা সওদাগরের বাড়ির বাসিন্দা। ভুক্তভোগী জালাল উদ্দিন বলেন, শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ঘরের দরজা তা লাবদ্ধ করে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা ৭টার ঘরে ফিরে দেখি দরজা ভাঙা , আলমারিও খোলা। সব জিনিসপত্র এলোমেলো। আলমারিতে থাকা প্রায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের ৫ ভরি সোনার গয়না এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। এজন্য থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। বোয়ালখা লী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন , অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে লরিচাপায় বাইকারের মৃত্যু

চট্টগ্রামে সিইপিজেড এলা কায় কনটেইনারবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মো . মেহেদি হাসান (২৫) নামে এক বাইকার নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৪ জুলাই) মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেহেদি হাসান বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার বড় বাদুরা গ্রামের বাসিন্দা। নগরের সিঅ্যান্ডবি এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। বি বাহিত মেহেদি হাসান এক ছেলে সন্তানের জনক। মোটরসাইকেলে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতেন তিনি। জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাতে নেভি হাসপাতাল গেট এলাকার খানাখন্দে ভরা সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেল নিয়ে গর্তে পড়ে যান মেহেদি হাসান। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি কনটেইনারবা হী লরির পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান জানান, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

উল্টো রথযাত্রা লক্ষ্য করে মতিঝিলে মেট্রোর নিচে বোমা পাতা হয়েছিল পুলিশ

রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে নিষ্ক্রিয় করা শক্তিশালী বোমাটি (আইইডি) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উল্টো রথযাত্রার পথে পাতা হয়েছিল বলে ধারণা করছে পু লিশ। রথযাত্রার শোভাযাত্রা ওই পথ অতিক্রম করার সময় বোমাটি ঘিরে রাখে পুলিশ। পরে সেটি নিষ্ক্রিয় করা হয়। এ ঘটনায় বাদী হয়ে বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেছেন মতিঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মুক্তা। শনিবার (২৫ জুলাই) মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান তালুকদার। পুলিশের ধারণা, উল্টো রথযাত্রাকে লক্ষ্য করেই সেখানে বোমাটি পেতে রাখা হয়েছিল। তবে আগেই বোমাটি শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করতে পারায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। মামলার এজাহা রে বলা হয়, বাদী উল্টো রথযাত্রার নিরাপত্তায় হোন্ডা মোবাইল কল সাইনে দায়িত্ব পালন করছিলেন। শোভাযাত্রাটির রুট ছিল ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে শুরু হয়ে মতিঝিল শাপলা চত্বর হয়ে স্বামীবাগ আশ্রম পর্যন্ত। সন্ধ্যার দিকে ট্রাফিক বিভাগ থেকে ডিএমপি কন্ট্রোল রুমে মতিঝিলে একটি বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়ার খবর জানানো হয়।

একটি ছাতার মধ্যে রাখা ওই বোমায় মিটমিট করে আলো জ্বলার কথা বলা হয়। এরপর খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশে এসআই মুক্তা ও তার সহকর্মীরা ৬টা বিশ মিনিটে মতিঝিল মেট্রো স্টেশনের জেনারেটর রুমের পাশে উপস্থিত ছাতা বোমা পাওয়ার জায় গাটি ঘিরে রাখেন। সেখানে রথযাত্রার মিছিল উপস্থিত হলে পুলিশ সদস্যরা তাদেরকে শর্ট সার্কিট হয়েছে বলে জায়গাটি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। এরপর মিছিলটি শাপলা চত্বর হয়ে স্বামীবাগ আশ্রমের দিকে চলে যায়। শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার পর ডিএমপির বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলের সদস্যরা এসে সেটি নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে বলে মামলায় বলা হয়েছে। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে বোমার আলামত

হিসেবে, জিআই পাইপের খণ্ডিত অংশ , ব্যাটারি, বেয়ারিংয়ের বল পাওয়ার কথা মামলায় উল্লেখ করেছে পুলিশ। পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, উল্টো রথযাত্রাকে টার্গেট করে ওই বোমাটি পাতা হয়েছিল। মামলায় বলা হয় , সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনগণের জীবন বিপন্ন করার লক্ষ্যে বোমাটি সেখানে পাতা হয়েছিল। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম রথ শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বোমাটি রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন , এ কারণে বোমাটি পাতা হয়ে থাকতে পারে। তবে তদন্ত চলছে। জড়িতদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক দায়িত্ব মেয়র শাহাদাত

ভারী বর্ষণ ও বৈরী আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম নগরের অসহায় ও নিম্নআয়ের পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) নগরের ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডের জেলেপাড়া এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে এ মানবিক সহায়তা তুলে দে ন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা . শাহাদাত হোসেন বলেন , দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকাই প্রকৃত জনসেবার পরিচয়। কোনো অসহায় পরিবার যেন খাদ্যসং কটে না পড়ে, সে লক্ষ্যেই নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন , মানবিক সহায়তার এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার , রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সমাজের সব শ্রেণি -পেশার মানুষের স ম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সবার সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব। ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বিএনপি নেতা আলহাজ নাসির উদ্দিন ও আবদুর রহিম , পশ্চিম বাকলিয়া বিএনপির আহ্বায়ক মো . ইমরান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা, বিএনপি নেতা খোরশেদ আলম, শেখ আলাউদ্দিন, ফরিদুর হক লিটনসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

খেলাধুলা যুবসমাজকে মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারে

খেলাধুলা যুবসমাজকে মাদক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। শনিবার (২৫ জুলাই) বিকেলে ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল গ্রাউন্ড উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন। এদিন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। মো . আলী হোসেন ফকির বলেন, বর্তমান সরকার ক্রীড়া উন্নয়নে বেশ আগ্রহী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান গ ণতান্ত্রিক সরকার খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বল্প , মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পুলিশ সদস্যদের ফুটবল খেলা যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে একটি সুস্থ জাতি গড়ে তুলবে। আইজিপি বলেন , পুলিশের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা একজন পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব পালনে আরও কর্মক্ষম , আত্মবিশ্বাসী এবং সক্ষম করে তোলে। ফুটবল খেলা শৃঙ্খলা , নেতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দলগত সমন্বয়ের শিক্ষা দেয় , যা পুলিশিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মো. আলী হোসেন ফকির বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের ক্রীড়া চর্চার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের সদস্যরা জাতীয় ও আন্তর্জা তিক পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল গ্রাউন্ড শুধু একটি ক্রীড়া অবকাঠামোই নয় , এটি পুলিশ ফুটবল টিমের অন্যতম অনুশীলন কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখান থেকে ভবিষ্যতে আরও দক্ষ ও মেধাবী খেলোয়াড় তৈরি হবে, যারা বাংলাদেশ পুলিশের পাশাপাশি দেশের সুনামও বৃদ্ধি করবে। তিনি প্রীতি ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী উভয় দলের খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের প্রশংসা করে। এবিপিএনের অতিরিক্ত আইজি হাসিব আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধি এবং খেলোয়াড় ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য , নবনির্মিত বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল গ্রাউন্ডের চতুর্দিকে ২০ ফুট সার্ভিস এরিয়াসহ এর মোট আয়তন প্রায় এক লাখ বর্গফুট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

আন্দোলনের জন্য ডাক আসবে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে

বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা . শফিকুর রহমান বলেছেন , আন্দোলনের জন্য ডাক আসবে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ, চাঁদাবাজ আর দুর্নীতিবাজ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। সিলেটবাসীকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে শনিবার (২৫ জুলাই) ১১ দলীয় জোটের সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় বিএনপি সরকারকে উদ্দেশ্য করে জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, ভালোয় ভালোয় আমাদের দাবি মেনে নিন। যদি না মানেন , তাহলে এই দেশের মানুষ জীবন দিয়ে, পঙ্গুত্ববরণ করে, গুলি খেয়ে, শিখে নিয়েছে মুক্তির পথে কীভাবে হাঁটতে হয়। তিনি আরও বলেন , এখন যারা সরকার গঠন

করেছে, তারাও মজলুম ছিলেন। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন। সেই ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের পথ ধরেই তারা হাঁটা শুরু করেছেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা আমাদের শহীদদের সঙ্গে বেইমানি করবো না। জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে বেইমানি করবো না। ১৮ কোটি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করবো না। পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য গণভোটে ৭০ শতাংশ মানুষ হ্যাঁ ভোট দিয়েছে উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, আমরা গণভোটকে অপমান করতে দেব না। গণভোটের গণরায় বাস্তবায় ন করেই আমাদের আন্দোলন সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছাবে। বাংলাদেশে আমরা আর কোনো ফ্যাসিবাদ চাই না। বিএনপি আওয়ামী লীগের পথ ধরে হাঁটছে উল্লেখ করে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, সমাজের সব ক্ষেত্রে তারা বেপরোয়া, নির্লজ্জ, দলীয়করণ করছে। দুর্নীতিকে তারা জাতীয়ক রণ করতে যাচ্ছে। জনগণ এটা মানবে না। শেখ হাসিনাকে তাড়িয়েছে। যদি আপনারা ফ্যাসিবাদ কায়েম করেন, তাহলে আপনাদেরও জনগণ তাড়াবে। আপনাদেরও ছেড়ে জনগণ কথা বলবে না। উন্নয়নে সিলেট অবহেলিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিলেটের মানুষের কিছু ন্যায্য দাবি যুগ যুগ ধরে ঝুলে আছে। প্র বাসী অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে নামে মাত্র একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখনো তা পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। আমরা সংসদে বলেছি সমুদ্রের ঢেউ উপলব্ধি করার জন্য বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার দরকার নাই। ঢাকা থেকে সিলেট গেলেই তা বোঝা যাবে। আমরা চাই অবিলম্বে এই সড়কের কাজ সম্পন্ন করে জনগণকে স্বস্তি দেওয়া হোক। গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, সংবিধান সংস্কার এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিচারের দাবিতে রাজশাহী থেকে শুরু হওয়া বিভাগীয় সমাবেশ কর্মসূচির সমাপনী আয়োজন এটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের বিষয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

আগামীতে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন বিএনপির দলীয় নাকি বাইরের কেউ, তা নির্ধারণ করা হবে দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামের বৈঠকে। সংবিধান ও প্রয়োজনীয় আইন মেনে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠ কে আলোচনা শেষে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুরে বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) ৩৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করার পর বিএনপির পক্ষে কাকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে — সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, এ বিষয়ে বিএনপি সভা করবে, স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং হবে। আমাদের তো কোনো মিটিংই হয়নি এখনো। বৈঠকের পরই বিএনপির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে। এসময় নিজের নাম নিয়ে তৈরি হওয়া গুঞ্জনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, দলীয় ফোরামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এর আগে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক তর্কের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আমাদের কাজের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দেশে বাজেটের বড় একটি অংশ অপচয় হলেও গবেষণার মতো মৌলিক জায়গায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ মেলে না। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, পল্লী উন্নয়ন মানে কেবল রাস্তাঘাট আর বাড়িঘর তৈরি করা নয়, গ্রামীণ কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা আনা। সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে আমাদের কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না। এ সমস্যা সমাধানে গবেষকদের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয় 'হাতিয়ার' হতে দেওয়া হবে না: প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা

সশস্ত্র বাহিনীকে কোনোভাবেই দলীয় রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে একটি পেশাদার, রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও জনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য। শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া ক্লাবে রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) আয়োজিত 'জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪-এর গৌরবময় স্মৃতিকে শ্র দ্ধাভরে স্মরণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বলেন, অতীত সরকারের আমলে বঞ্চিত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিষয়ে একটি বোর্ড এরই মধ্যে কাজ শেষ করেছে। পাশাপাশি আরও বিস্তৃতভাবে বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য একটি বৃহত্তর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে নির্যাতিত সহকর্মীদের ন্যায্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীতে পদোন্নতি ও দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতা ও মেধাকেই বিবেচনায় নেওয়া হবে। গুম, হত্যা বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধে জড়িত কেউ বিশেষ সুবিধা পাবেন না। প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। ড . শামসুল ইসলাম আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনী কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের নয়, এটি জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষক। বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের আনুগত্য থা কতে হবে বাংলাদেশ ও সংবিধানের প্রতি। তিনি বলেন, আধুনিক, আত্মনির্ভরশীল ও বহুমাত্রিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে। এমন একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে কেউ আঙুল তোলার আগে বহুবার ভাবতে বাধ্য হয়। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বলেন, জুলাইয়ের চেতনা রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচার এবং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সেই চেতনা বাস্তবায়ন করা হবে। বৈষম্য দূরীকরণ, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা

নিশ্চিত করা এবং জাতী য় ঐক্য ও পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠাকেই তিনি জুলাইয়ের চেতনার তিনটি মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

চন্দনাইশে র্যাবের চেকপোস্টে ৯ হাজার ৭৫০ ইয়াবাসহ আটক ৫

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে র্যা বের মাদকবিরোধী অভিযানে ৯ হাজার ৭৫০ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় যাত্রীবেশে ইয়াবা বহনের অভিযোগে তিন নারীসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশ উপজেলার উত্তর জোয়ারা ইউনিয়নের কাঞ্চননগর বাদামতল বদল ফকিরহাট এলাকায় অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে এ অভিযান চালানো হয়। আটকরা হলেন - পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ চাটারা মৌলভীপাড়ার মো. শাহ আলম (৩৬), কাগজীপাড়ার মো. সেলিম (৪৫), লাউয়ারখিল এলাকার সুপ্রীয়া গুপ্তা (৫৩), হিবাতলী এলাকার ছেনোয়ারা বেগম (৫৫) এবং বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী এলাকার ছফুরা বেগম (৫৫)। র্যা ব-৭ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে কক্সবাজার থেকে যাত্রীবেশে কয়েকজন মাদক কারবারি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ইয়াবার একটি বড় চালান নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে আসার তথ্যের ভিত্তিতে মহাসড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি শুরু করা হয়। এসময় চট্টগ্রাম মুখী একটি অটোরিকশাকে থামানোর সংকেত দিলে যাত্রীবেশে থাকা কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেন। পরে র্যাম ব সদস্যরা পাঁচজনকে আটক করেন। তাদের তল্লাশি করে বিশেষ কৌশলে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় প্রত্যেকের কাছ থেকে এক হাজার ৯৫০টি করে মোট ৯ হাজার ৭৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধভাবে কক্সবাজার সীমান্ত এলাকা থেকে স্বল্পমূল্যে ইয়াবা সংগ্রহ করে অধিক মুনাফার আশায় চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছিলেন। র্যা ব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। উদ্ধার হওয়া ইয়াবাসহ তাদের চন্দনাইশ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার পরিত্যক্ত বাসভবনে ঝুলছিলযুবকের মরদেহ

রাজধানীর ধানমন্ডিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিত্যক্ত বাসভবন সুধাসদনে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ শনিবার (২৫ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর সড়কের ওই ভবন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তা বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। নিহত যুবকের নাম মো. শাকিল (২০)। তিনি মোহাম্মদপুরের ঝিগাতলার শিবপুরটালি অফিস এলাকার সেকান্দার আলী মাতুব্বরের ছেলে। ধানমন্ডি থানার উপ -পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ ওয়াদুজ্জামান বলেন, 'আমরা স্থানীয় লোকজনের মুখে জানতে পারি, ধানমন্ডি সুধাসদনে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে পাঠানো হয়। এসআই ওয়াদুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) খবর দিলে তারা আঙুলের ছাপের মাধ্য মে ওই যুবকের পরিচয় শনাক্ত করে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এই বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার খন্দকারপাড়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-৭। শুক্রবার (২৪ জুলাই) দিবাগত রাত ২টা ২৫ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৭ এর একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে। র্যাব জানায়, খন্দকারপাড়ার কালু মুন্সীর বাড়ি এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। র্যাবের সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ২-৩ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলের আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ৭.৭৫ মিলিমিটার বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং তিন রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়। র্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এআরএম মোজাফফর হোসেন জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি বায়েজিদ বোস্তামী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাইয়ের ঐক্য ধরে রাখতে না পারলে দেশ আবারও পিছিয়ে পড়বে

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল্লাহিল আমান আযমী বলেছেন, জুলাই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো জাতীয় ঐক্য। সেই ঐক্য ধরে রাখতে না পারলে দেশ আবারও পিছিয়ে পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শনিবার (২৫ জুলাই) রাজধানীর মহাখালীতে রাওয়া ক্লাবে রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) আয়োজিত 'জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪ এর গৌরবময় স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল্লাহিল আমান আযমী সেনাবাহিনীর একজন সাবেক কর্মকর্তা

এবং জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযমের ছেলে। তিনি ২০১৬ সালে গুম হন এবং দীর্ঘ আট বছর পর ২০২৪ সালের আগস্টে মুক্তি পান। আবদুল্লাহিল আমান আযমী বলেন, জুলাই আন্দোলন আমি সরাসরি দেখিনি। আমি তখন অন্ধকার জগতে ছিলাম। পরে ভিডিওতে দেখেছি, মানুষের কাছ থেকে শুনেছি। জুলাইয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যারা আহত হয়ে এখনো বেঁচে আছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাদের এই ত্যাগ না হলে আমি হয়ত ২ হাজার ৯০৮ দিন বা ৬৩ হাজার ঘণ্টার অন্ধকার ঘর থেকে বের হতে পারতাম না। তিনি বলেন, গত ১৬ বছর ধরে একটি ফ্যাসিস্ট সরকার দেশ শাসন করেছে। কিন্তু দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় সেই সরকারকে সরানো সম্ভব হয়েছে। জুলাই আমাদের শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধ থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। তবে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, গত দেড়-দুই বছরে আমরা আবার বিভক্ত হয়ে গেছি। ভিন্ন মত মানেই দেশের শত্রু নয়। মতের পার্থক্যের কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা উচিত নয়। তিনি জানান, দেশে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এ উদ্যোগে অরাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

নিরপেক্ষভাবে কাজ করাই সাংবাদিকতার মূল দর্শন হওয়া উচিত তথ্যমন্ত্রী ও সম্প্রচারমন্ত্রী

নিরপেক্ষভাবে কাজ করাই সাংবাদিকতার মূল দর্শন হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। তাই সাংবাদিকদের অ্যাক্টিভিস্ট হওয়া উচিত নয়, বরং তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করাই পেশাদার সাংবাদিকতার মূল দর্শন হওয়া উচিৎ। শনিবার (২৫ জুলাই) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টি নেন্টালে বেঙ্গল ডেলটা কনফারেন্সের একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী জানান, যথাযথ তথ্য-উপাত্ত ছাড়া কোনো তথ্য সংবাদ নয়; তা কেবল মতামত হতে পারে। তিনি সমাজকে সঠিকভাবে বুঝতে ও ফুটিয়ে তুলতে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্যানেল আলোচনায় এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণকে ভুল তথ্য, অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে সুরক্ষা দেওয়া বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বশীল ও তথ্যভিত্তিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রেস সচিব ও দৈনিক ওয়াদা সম্পাদক শফিকুল আলম, হিমাল সাউথ এশিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কনক মনি দীক্ষিত, দ্য হিন্দু পত্রিকার কূটনৈতিক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দারসহ দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ ও চ্যালেঞ্জের ধরন ভিন্ন হলেও এর প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে একই রকম। স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও পেশাদার সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন। পরে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কনফারেন্স অন এআই লিডারশিপ-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকেও এগিয়ে যেতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র, শিল্প ও সেবা খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, এআই নিয়ে কাজ করা এখন সময়ের দাবি। তাই এ প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম। শনিবার (২৫ জুলাই) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারি প্রেস সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শাহরিয়ার (পামির) এ তথ্য জানান। সাক্ষাৎকালে দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা, নৌবাহিনীর পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তিনি নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানের সফল দায়িত্ব পালন কামনা করেন। নৌবাহিনী প্রধান প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

রোববার স্মৃতিসৌধ ও জিয়া-খালেদার সমাধিতে শ্রদ্ধা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির

আগামীকাল জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম)। পরে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন। শনিবার (২৫ জুলাই) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। শায়রুল কবির খান বলেন, রোববার (২৬ জুলাই) বেলা ১১টায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে আইনমন্ত্রী

দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে বলে জানিয়েছেন আইন , বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (২৫ জুলাই) রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। 'মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভুক্তভো গীদের ন্যায়বিচারের প্রবেশাধিকার ' বিষয়ে সভাটি হয়। আইনমন্ত্রী বলেন , 'গত কয়েক মাসের সরকারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আর গুমের ব্যাপারে একটা রিপোর্টেড কেস যখন এসেছে আমরা সেটাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। এ বিষয়ে জিরো টলারেন্স দে খানোর জন্য আমি অভ্যন্তরীণভাবে বলেছি।' মো. আসাদুজ্জামান আরও বলেন, 'জজ সাহেব যখন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারেন , তখনই বিচার বিভাগ মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি ভালো জজ নিয়োগ হয় , ব্যক্তি যদি ভালো হয় , তাহলেই কেবল একটি স্বাধীন ও স্বচ্ছ প্রত্যাশিত বিচার বিভাগ পাওয়া সম্ভব।' রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন , 'আমরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। ' রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের চক্র থে কে বের হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন , 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা মনে করছি, আমরা আস্তে আস্তে সব রকম সংস্কারের দিকেই আগাবো। কিন্তু এ জন্য আমাদের একটু সময় দিতে হবে।' সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। গতকাল ছিল ২৪ জুলাই। তাই ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের হাতে সময় আছে। সুতরাং বিশেষ অধিবেশন ডাকার মত কোনো পরিস্থিতি এখন তৈরি হয়নি। যেহেতু সাংবিধানিকভাবেই ১৫ জুলাই থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আমাদের পরবর্তী অধিবেশন হওয়ার কথা। তাই আশা করি, সেই অধিবেশনেই এটা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।' দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন- এই প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, 'সেটা সময়ই বলে দেবে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

দোকান থেকে চাঁদা আদায়, খিলক্ষেত থানা বিএনপি নেতা মশিউর বহিষ্কার

ঢাকা মহানগর উত্তরের খিলক্ষেত থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মশিউর রহমান মশিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মশিউর রহমান মশিকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক এবং সদস্যসচিব মোস্তফা জামান এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে দপ্তরের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম এ রাজ্জাক স্বাক্ষর করেন। গত ৬ জুলাই বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'বিএনপি নেতার সিন্ডিকেট : খিলক্ষেতে সরকারি জমিতে দোকানপাট , চাঁদা আদায়' এবং 'এককালীন ও দৈনিক ভিত্তিতে টাকা তোলে দখলকারীরা ' শিরোনামে সংবাদ প্র কাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনগুলোতে খিলক্ষেত থানা বিএনপির বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক মশিউর রহমান মশির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠে আসে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৪০ জনে পৌঁছালো, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৪৩৯

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছর এ রোগে ৪০ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া নতুন ৪৩৯ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা এক হাজার ১০৩ জন। শনিবার (২৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জে ন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তা অনুযায়ী , নতুন মারা যাওয়া রোগী একজন পুরুষ এবং তার বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ৪০৩ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এছাড়া বরিশালে ২২৬, খুলনায় ১৬৬, চট্টগ্রামে ১২৭, ময়মনসিংহে ৮৮, রাজশাহীতে ৫৯, রংপুরে ২৯ ও সিলেট বিভাগে পাঁচজন চিকিৎসাধীন।এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১২ হাজার ৬৪০ জন। তাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৯৭ জন। মারা যাওয়াদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে , মোট ৪০ জনের মধ্যে নারী ২৩ জন বা ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং পুরুষ ১৭ জন বা ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ। ঢাকা বিভাগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে ১৪, উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে ছয় ও সিটি করপোরেশনের বাইরে একজন প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ ও খুলনায় পাঁচজন করে, চট্টগ্রামে চার, বরিশালে তিন এবং রাজশাহী ও রংপুরে একজন করে মারা গেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সেপ্টেম্বরের সংসদ অধিবেশনে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন আইনমন্ত্রী

জাতীয় সংসদে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন বলে জানিয়েছেন আইন , বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো . আসাদুজ্জামান। এ জন্য সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি হয়নি বলেও মতামত তার। শনিবার (২৫ জুলাই) রাজধানীর সিরডাপে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে র

জবাবে তিনি এমন কথা জানান। সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগের রাষ্ট্রপতির মামলা নিয়ে এখনই মন্তব্য নয়। কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন , সময়ই বলে দে বে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মো . সাহাবুদ্দিন তার স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেল ৫টায় স্পিকারের কাছে দাখিল করেছেন। এর পর সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন স্পিকার। মো . সাহাবুদ্দিন ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংবিধান অনুযায়ী তার পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০২৮ সালের এপ্রিলে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় দুই বছর আগেই স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ তির পদ শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে থাকবেন। একই সঙ্গে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

সেমিকন্ডাক্টর খাতকে সরকার জাতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এ খাতের উন্নয়ন কোনো একক মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়, এটি একটি সম্মিলিত জাতীয় মিশন। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকার চলতি বাজেটে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করেছে বলেও জানান তিনি। শনিবার (২৫ জুলাই) রাজধানীর তেজগাঁওয়ের নভো থিয়েটারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টর সিম্পোজিয়াম অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স, এআই অ্যান্ড রোবোটিক্স সামিট -২০২৬'-এর উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন , আজকের আয়োজন কোনো সাধারণ সম্মেলন নয় ; বরং প্রযুক্তিনির্ভর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম কারিগরদের মিলনমেলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে চলা প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকে নিজ উদ্যোগে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামিটে অংশ নিয়েছেন। তাদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন , দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি সেমিকন্ডাক্টর শিল্প -সংশ্লিষ্টদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। এ সামিটে উদ্দেশ্য , লক্ষ্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা নি য়ে এরই মধ্যে তথ্যবহুল আলোচনা হয়েছে। সরকার এমন একটি স্বনির্ভর , সমৃদ্ধ ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে একটি মেধাভিত্তিক বাংলাদেশের সম্ভাবনার বার্তা পৌঁছে দিতে চায় সরকার। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন , বিশ্ব এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি মিলেমিশে চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করেছে। বর্তমানে সেমিকন্ডাক্টর শুধু একটি শিল্প নয় , এটি আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। মোবাইল ফোন , কম্পিউটার, চিকিৎসা সরঞ্জাম, কৃষি প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, ডাটা সেন্টার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আধুনিক কলকারখানা কিংবা মহাকাশের স্যাটেলাইট — প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেমিকন্ডাক্টর অপরিহার্য। সবকিছুর কেন্দ্রেই রয়েছে একটি সেমিকন্ডাক্টর বা মাইক্রো চিপ। তিনি বলেন , কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা , উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং , ইলেকট্রিক ভেহিকল , স্মার্ট ডিভাইস , ৫-জি ও ৬-জি যোগাযোগব্যবস্থা , ডাটা সেন্টার এবং অটোমেশন প্রযুক্তির বিস্তারের কারণে বিশ্বে চিপের চাহিদা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। নিজেদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দি য়ে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে বাংলাদেশেরও সম্মানজনক অবস্থান তৈরির এখনই সময়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পুশ-ইনে ব্যর্থ হয়ে সীমান্ত থেকে ৭ জনকে ফিরিয়ে নিলো বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের চাড়ালডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে সাতজনকে পুশ -ইনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) দিবাগত রাতে গোমস্তাপুর উপজেলার চাড়ালডাঙ্গা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। নওগাঁ-১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম জানান , বর্তমানে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে প্রায় ১৫০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে ওই সাতজনের আর কোনো অবস্থান বা চলাচল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিজিবির ধারণা , শুক্রবার দিবাগত রাতে বিএসএফ তাদেরকে ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়েছে। এর আগে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে চাড়ালডাঙ্গা সীমান্তের ২১৯/২৪-আর নম্বর সীমান্ত পিলার এলাকায় ভারতে র ১২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের টিলাশন ক্যাম্পের সদস্যরা সাতজন পুরুষকে বাংলাদেশে পুশ -ইনের চেষ্টা করে। এ সময় চাড়ালডাঙ্গা বিওপির বিজিবির টহল দল বাধা দিলে তারা সীমান্তের শূন্যরেখার ভারতীয় অংশে অবস্থান নেয়। সীমান্ত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সীমান্তে বিজিবির নজরদারি ও সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থান অব্যাহত রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

সার্কভুক্ত দেশে রপ্তানিতে অগ্রগতি নেই বাংলাদেশের

বিপুল সম্ভাবনার বাজার হওয়ার পরও সার্কভুক্ত (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা) দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি এখনো আটকে আছে সেই সীমিত পরিসরেই। রপ্তানি আয় পাঁচ বছর ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে দুই বিলিয়ন ডলারের ঘরে। কয়েক বছর ধরে সার্কভুক্ত অন্য সাত দেশ ভারত , পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের

বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে সার্ক অঞ্চলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ কমে নেমেছে ১ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলারে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, সবশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সার্কভুক্ত দেশ থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ১ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় সামান্য কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ছিল ২ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। পরের অর্থবছর ২০২২-২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরও কমে ১ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রপ্তানি হয় ১ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।পাঁচ বছরের ব্যবধানে সার্ক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ার পরিবর্তে প্রায় একই জায়গায় অবস্থান করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ২ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

একে একে সংঘর্ষ চার পরিবহনের, প্রাণ হারালেন দুই মোটরসাইকেল আরোহী

ঢাকার ধামরাইয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মূল লেনে একটি যাত্রীবাহী বাস দেখে থামতে গিয়ে একে একে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে অন্তত চা রটি পরিবহন। এ সময় দুর্ঘটনাকবলিত তৃতীয় পরিবহন মোটরসাইকেলের পেছনে অপর যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। শনিবার (২৫ জুলাই) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ইসলামপুর এলাকায় সকালের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, সকালে ইসলামপুর এলাকায় ঢাকা -আরিচা মহাসড়কের মূল লেনে একটি বাস নষ্ট হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসটির পেছনে থাকা একটি প্রাইভেট কার সেটি দেখে হঠাৎ ব্রেক করলে তার পেছনের একটি কভারভ্যানও ব্রেক করে। কভারভ্যানটির পেছনে ছিল দুটি মোটরসাইকেল। এরও পেছনে স্বাধীনতা পরিবহনের একটি মিনিবাস দ্রুতগতিতে এ সে মোটরসাইকেল দুটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীরা সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চারটি পরিবহন। নিহতদের কাছে থাকা পরিচয়পত্র থেকে জা না যায়, নিহত আবাস সাহা মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার গালা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের কলতা গ্রামের বাসিন্দা জগদীশ সাহার ছেলে। তিনি সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯–২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং বর্তমানে একই বিভাগ এমবিএ ফাইনাল সেশনে অধ্যয়নরত ছিলেন। অপর নিহত সুজয় সাহা মানিকগঞ্জের শিবালয় থানা এলাকার আশুতোষ সাহার ছেলে। তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তারা দুজনই একই পরিবারের ফুপাতো -মামাতো ভাই। সাভার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাদাত হোসেন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধামরাই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তারেক বলেন, 'সকালে ট্রিপল নাইন (৯৯৯)-এর মাধ্যমে সংবাদ পাই যে ইসলামপুরে মহাসড়কের মূল লেনে একটি সড়ক দুর্ঘ টনা ঘটেছে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আসি। উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পারি, ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জগামী একটি বাস নষ্ট হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই বাসের পেছনে একটি প্রাইভেট কার আসছিল। বাস দেখে প্রাইভেট কার হঠাৎ ব্রেক করে। এ কারের পেছনে একটি কভারভ্যান ছিল। সেটিও হঠাৎ ব্রেক করে। কভারভ্যানের পেছনে ছিল দুটি মোটরসাইকেল। মোটরসাইকেলের পেছনে স্বাধীনতা পরিবহনের একটি বাস ছিল, যেটি এই সড়কে লোকাল যাত্রী পরিবহন করে। বাসটি দ্রুতগতিতে এসে মোটরসাইকেল আরোহীদের সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী সড়কে পড়ে যান।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাজার মূলধন কমলো সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা

গত সপ্তাহে দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তিন কার্যদিবসেই দরপতন হয়েছে। এতে সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি প্রতিষ্ঠান। ফলে কমেছে মূল্যসূচক। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম কমায় প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকার ওপরে কমে গেছে। গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১২০টির শেয়ার ও ইউনিটের স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ২৪০টির। এছাড়া ২৬ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ এক হাজার ২৭০ কোটি টাকা। আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে যা ছিল ৭ লাখ ১০ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৯ হাজার ৬১৩ কোটি টাকা। অবশ্য এর আগে তিন সপ্তাহে ডিএসইর বাজার মূলধন বাড়ে ১৮ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা। বাজার মূলধন কমার পাশাপাশি গত সপ্তাহে প্রধান মূল্যসূচকেরও বড় পতন হয়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৯৬ দশমিক শূন্য ৬ পয়েন্ট বা এক দশমিক ৬৩ শতাংশ। আগের তিন সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ২৪৭ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট। অপর দুই সূচকের মধ্যে ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ২৩ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা এ ক দশমিক ৯৭ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ১৭ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা এক দশমিক ৪৯ শতাংশ। আর বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই -৩০ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৩৪

দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা এক দশমিক ৫৭ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৪৯ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৯ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি, সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ -উত্তর উড়িষ্যা উপকূলীয় এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে দেশের সমুদ্রবন্দর, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। শনিবার (২৫ জুলাই) আবহাওয়া অধিদপ্তরের সামুদ্রিক সতর্কবার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে। সতর্কবার্তায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। এদিকে , আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর উড়িষ্যা উপকূলীয় এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান , মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটিভাবে সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র প্রবল অবস্থায় রয়েছে। আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে , খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বগুড়ায় একই প্রকল্পে 'ডাবল' বরাদ্দ!

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে দুই দফায় মোট এক কোটি টাকা বরাদ্দের তথ্য মিলেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের দুটি পৃথক সরকারি প্রজ্ঞাপনে প্রথমে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৫০ লাখ এবং পরে ২০২৬ সালের মে মাসে আরও ৫০ লাখ টাকা অনুমোদন দেওয়া হ য়। তবে যেসব প্রকল্পে দ্বিতীয় দফায়ও বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সরেজমিনে সেগুলোর অধিকাংশ কাজের দৃশ্যমান বাস্তবায়নের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উপজেলা প্রশাসনের দাবি, দ্বিতীয় দফায় তারা ভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় ভুলবশত আগের প্রকল্পগুলোর নামেই বরাদ্দ দেয়। যদিও এ দাবির পক্ষে কোনো সংশোধিত প্রজ্ঞাপন, নতুন প্রকল্প তালিকা বা আগের বরাদ্দ বাতিলের সরকারি নথি দেখাতে পারেনি তারা। অনুসন্ধানে দেখা যায় , স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা-২ শাখা থেকে ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাত থেকে আদমদীঘি উপজেলার ছয়টি প্রকল্পে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকল্পগুলো ছিল উপজেলা কৃষি অফিস পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ , উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সরকারি বাসভবনের রাস্তা মেরামত , উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন ও পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার এবং যমুনা ও রূপসা আবাসিক ভবনের সংস্কার। এর মাত্র পাঁচ মাস পর ২০২৬ সালের ১০ মে একই বিভাগের আরেকটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে সংশোধিত এডিপির আওতায় আবারো ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুটি প্রজ্ঞাপনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় , ভাষায় সামান্য পরিবর্তন থাকলেও প্রকল্পগুলোর ধরন প্রায় একই। প্রথম প্রজ্ঞাপনে কৃষি অফিস পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণের কথা থাকলেও দ্বিতীয়টিতে কৃষি অফিসের সামনের রাস্তা মেরামতের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে ইউএনওর বাসভবনের রাস্তা সংস্কারের পরিবর্তে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনে অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন , পুরোনো প্রশাসনিক ভবন এবং যমুনা ও রূপসা আবাসিক ভবনের সংস্কার দুই প্রজ্ঞাপনেই রয়েছে। অর্থাৎ একই অবকাঠামো ঘিরেই দ্বিতীয় দফায় আবারো ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে সরকারি নথির সঙ্গে মাঠের বাস্ত বতার মিল পাওয়া যায়নি। সরেজমিনে আদমদীঘি উপজেলা পরিষদ চত্বরে ঘুরে দেখা যায় , কৃষি অফিস সংলগ্ন সড়ক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সরকারি বাসভবনের প্রবেশপথ , প্রশাসনিক ভবন, পুরোনো প্রশাসনিক ভবন এবং যমুনা ও রূপসা আবাসিক ভবনে সাম্প্রতিক সংস্কারের দৃশ্যমান কোনো আলাম ত নেই। কোথাও নতুন কার্পেটিং, কংক্রিট ঢালাই কিংবা রং করার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বরং বিভিন্ন ভবনের দেওয়ালে শ্যাওলা , খসে পড়া পলেস্তারা, আগাছা এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার চিত্রই স্পষ্ট। উপজেলা প্রশাসনের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোমানা আফরোজের দায়িত্বকালে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনসহ কয়েকটি স্থাপনায় উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ হয়েছিল। এরপর একই স্থাপনায় আবারো দুই দফায় নতুন বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বদলি ঠেকাতে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা, কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন শিক্ষক

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে জলাবদ্ধতার ঘটনার জেরে সাত শিক্ষককে ওএসডির পর সংযুক্ত কলেজে বদলি ঠেকাতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় বদলি হওয়া এক শিক্ষক আন্দোলন বন্ধ করতে অশ্রুসিক্ত শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেন। শনিবার (২৫ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করেন।এসময় তারা ক্যাম্পাসে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সমাধান ,

শিক্ষাকদের বদলি স্থগিতসহ বিভিন ব্যানার , ফেস্টুন ও বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে স্লোগান দেন। শিক্ষার্থীরা 'শিক্ষকদের বদলি নয়, জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান চাই', '৭ শিক্ষকের অপরাধ কী, জবাব চাই', 'শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করুন' সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। তাদের দাবি , কলেজের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান না করে শিক্ষকদের বদলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। শিক্ষার্থীরা বলেন , দীর্ঘদিন ধরে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। হঠাৎ করে একসঙ্গে সাতজন শিক্ষককে বদলি করা উদ্দেশ্য প্রণোদি ত। আমাদের কোনো কোনো বিভাগে ২-৩ জন শিক্ষক রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বিনা কারণে শিক্ষকদের বদলি করা হলে ওই বিভাগে শিক্ষার মান তলানিতে নেমে যাবে। তারা আরও বলেন, শুধু মহিলা কলেজ নয় , পুরো কুমিল্লা নগরীতেই জলবদ্ধাতার সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এইচএসসি পরীক্ষার দিন ক্যাম্পাসে জলাবদ্ধতায় শিক্ষকদের কোনো হাত নেই। তাহলে কেন তাদের বদলি করা হবে। আমরা এই বদলি মানি না। অবিলম্বে এটি প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় শুধু মহিলা কলেজ নয় , আন্দোলন কুমিল্লাসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

দুর্গম পাহাড়ে ডিবির অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

চট্টগ্রামের পটিয়ার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র , বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও দুইটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ ঘটনায় দুই অস্ত্রধারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (২৫ জুলাই) চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পুলিশ জানায় , অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ২৪ জুলাই দুপুরে পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিশেষ অভিযান প রিচালনা করে। দুর্গম পথ ও সম্ভাব্য সশস্ত্র প্রতিরোধের ঝুঁকি উপেক্ষা করে পরিচালিত অভিযানে দুই অস্ত্রধারীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন - পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের ইন্নারপাড়া এলাকার মো . দেলোয়ার হোসেন (৫৪) ও মো. মহসিন (৩৩)। পুলিশ জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তি দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিকেলে কেলিশহর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্নারপাড়া এলাকায় দেলোয়ার হোসেনের বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে ছয়টি কিরিচ , পাঁচটি রামদা, একটি দামাদা, একটি লোহা কাটার এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে একই এলাকার ছাতিভাঙ্গা আফছারের গাছবাগা ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে লুকিয়ে রাখা দুটি একনলা বন্দুক ও দুটি দেশীয় তৈরি এলজি উদ্ধার করে ডিবি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রগুলো বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

ইসলামী আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল আতাউর রহমান

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য একটি গোষ্ঠী কাজ করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মাওলানা আতাউর রহমান। তিনি বলেন , এই গোষ্ঠী নির্বাচন কেন্দ্র করে দলকে দ্বিধা -বিভক্ত করে ভাঙনের চেষ্টা করেছিল। আল্লাহর রহমতে ইসলামী আন্দোলন আগের চেয়ে শক্তিশালী গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মজলিসে শুরা অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো. আব্দুল আউয়াল মজুমদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা কেএম শরীয়াতুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শুরা অধিবেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হান্নান আল হাদী , আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন, আলহাজ্ব এম এইচ মোস্তফা, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ফজলুল হক মৃধা, মাওলানা নাযির আহমদ শিবলী, হাফেজ শাহাদাত হোসেন প্রধানিয়া। মাওলানা আতাউর রহমান বলেন , নৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় তা আবারো ফুটে উঠেছে। ইসলাম নিজেদের যোগ্যতা , অর্থ ও জনবলের মাধ্যমে কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়নি, বরং আল্লাহর রহমতেই হয়েছে। তিনি বলেন, নিজকে যোগ্য, দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিকভাবেও গড়ে তুলতে হবে। আল্লা হর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হতে হবে। তিনি বলেন, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার পেছনে ইখলাস ও তাক্ওয়ার ঘাটতি রয়েছে। শুধু আর্থিক ও শারীরিক শক্তি অর্জন কর লেই হবে না, বরং পরিপূর্ণ ইখলাস ও তাক্ওয়া অর্জন করতে পারলেই দ্বীনের বিজয় সম্ভব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির ১২ নেতার জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব পাওয়া বিএনপি ও অঙ্গ সং গঠনের ১২ নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সামধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো . সামসুল আলম, বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাশেদুল হক এবং দলের বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ বনশিল্প

উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল। বিএনপির বন ও পরিবেশবিষয়ক সহ - সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী রওনাকুল ইসলাম (টিপু), দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদ টিটো এবং দলের ধর্মবিষয়ক সহ-সম্পাদক এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান এ টি এম আবদুল বারী ড্যানী। যুবদলের সাবেক সিনিয়র সহ -সভাপতি এবং বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের (বিজেএমসি) চেয়ারম্যান মো. মামুন হাসান, সংগঠনের সাবেক সহ -সভাপতি এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. জাকির হোসেন সিদ্দিকী এবং শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো. সালাহ উদ্দিন সরকার। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. শামসুজ্জামান সুরুজ, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক এবং যুবদলে র সাবেক সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব মো. কামরুজ্জামান দুলাল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে দলের উচ্চপর্যায়ে রিজভী

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন, সে বিষয়ে দলের উচ্চপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (২৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে রাষ্ট্রায়ত্ত ১২ প্রতিষ্ঠানের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানদের নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন , বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পদত্যাগকৃত রাষ্ট্রপতির বিচারের যে দাবি উঠেছে , সেটিও দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ১২ প্রতিষ্ঠানের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। রিজভী আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দলের বিভিন্ন পর্যায়ের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন করছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

তৃণমূল সংগঠনের খোঁজ-খবর ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

তৃণমূলে সংগঠন শক্তিশালী রাখতে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ হিসেবে রংপুর বিভাগের মাঠ নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন দলের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার বিকালে গুলশানে চেয়ারম্যান কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেন, ‘এটা একটি ধারাবাহিক বৈঠক। তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে শক্তিশালী রাখতেই এই মতবিনিময় সভা করছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।’ তিনি বলেন, ‘সভায় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দিয়েছেন।’ রংপুর মহানগর, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট জেলার নেতারা এই বৈঠকে অংশ নেন। এছাড়া বৈঠকে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুদু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ২০ জুলাই দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলার তৃণমূল নেতাদের সাথে অনুরূপ বৈঠক করেছিলেন তারেক রহমান। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে হাফিজ উদ্দিন আহমদ, প্রজ্ঞাপন জারি

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এ বিষয়ে শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। শনিবার এটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করায় সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

মালদ্বীপের স্বাধীনতা দিবসে যোগ দিতে মালে পৌঁছেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মালদ্বীপ সরকারের আমন্ত্রণে দেশটির ৬১তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালে পৌঁছেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। শনিবার ম্যানিলা থেকে মালদ্বীপে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরুতিশাম আদম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৫ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত মালদ্বীপ সফরে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন ড. খলিলুর রহমান।সফরকালে তিনি মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরুতিশাম আদমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করা, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণ

এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও মতবিনিময় করবেন দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক ফোরামে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করা হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ড. খলিলুর রহমানের প্রথম সরকারি মালদ্বীপ সফর। এই সফর দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ঘ আসাদ)

শিগগিরই বাস্তবায়িত হচ্ছে নতুন পে-স্কেল

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। নবম জাতীয় বেতন কমিশন বা ‘জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫’-এর সুপারিশ পর্যালোচনায় গঠিত কমিটি চলতি মাসের মধ্যেই তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করার কাজ শেষ করতে পারে। এরপর তা মন্ত্রিসভায় যাবে। সব প্রক্রিয়া শেষ হলে আগস্টের মধ্যে নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের প্রস্তুতি রয়েছে সরকারের, তবে তা ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কার্যকর ধরা হবে। অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নতুন পে-স্কেল এক ধাপে কার্যকর হবে নাকি একাধিক ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে, সে সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা। গেজেট আগস্টে প্রকাশিত হলেও আর্থিক কার্যকারিতা ধরা হবে চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলছে, এবার কেবল মূল বেতন বাড়ানোর মধ্যে পরিবর্তন সীমাবদ্ধ থাকছে না। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা ও যাতায়াতসহ বিভিন্ন ভাতা নতুন করে পুনর্বিন্যাসের কাজ চলছে। কয়েকটি ভাতা একীভূত করা হতে পারে। পাশাপাশি বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন কিছু সুবিধাও যুক্ত হওয়ার আলোচনা রয়েছে। অবসরকালীন সুবিধা ও পেনশন কাঠামোতেও পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে একাধিক বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক আদেশ বা এসআরও জারি করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় এসআরওর খসড়া প্রস্তুতের নির্দেশ ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫–সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির বৈঠকে এসব বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন সচিব কমিটি কারিগরি ও আর্থিক দিকগুলো যাচাই করে চূড়ান্ত সুপারিশ মন্ত্রিসভায় পাঠাবে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন এবং গেজেট প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। এরপর প্রতি বছর মূল বেতনের ওপর ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি থাকলেও নতুন পে-স্কেল আর ঘোষণা করা হয়নি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রর শুল্ক আরোপ ভিত্তিহীন : বাণিজ্যমন্ত্রী

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, জোরপূর্বক শ্রম রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র যে শুল্ক আরোপ করেছে তার কোনো ভিত্তি নেই। আজ শনিবার দুপুরে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে দুটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার্থীদের নানা পরিবেশনা উপভোগ করেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, ‘নতুন শুল্ক তআরোপে বাণিজ্য পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। আগে যে শুল্ক নীতি ছিল তাদের আইন অনুসারে সময় অতিক্রম করায় নতুন করে একই মাত্রার শুল্ক থাকবে, তবে তা ভিন্ন নামে।’ তীব্র খাদ্য সংকট নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘দেশে ইউরিয়াসহ সব সারের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে। ফলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।’ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ওই বিদ্যালয় দুটির পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও সিলেট জেলা ও মাহনগর বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, চার সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর সঙ্কেত

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর, উপকূলীয় এলাকা এবং পায়রাসহ দেশের চার সমুদ্র বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কসঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই লঘুচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী ও পায়রা বন্দর এলাকায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। কোথাও কোথাও হয়েছে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর উড়িষ্যা উপকূলীয় এলাকায় লঘুচাপটি সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কসঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে চলতি জুলাই মাসেই বঙ্গোপসাগরে এ নিয়ে পরপর তিনটি লঘুচাপ সৃষ্টি হলো। ঘন ঘন বৈরী আবহাওয়ার কারণে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। নতুন করে আবারও সাগর উত্তাল হয়ে ওঠার শঙ্কা দেখা দেওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সমুদ্রগামী জেলেরা।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৫.০৭.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তে বিএসএফের 'পুশ ইন' চেষ্টা, বিজিবির প্রতিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৬ জনকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে 'পুশ ইন' চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শনিবার ভোরে মহেশপুর উপজেলার সামন্তা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৫৫/এমপি-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে বিজিবি জানিয়েছে। মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) জানায়, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ৫৯ ব্যাটালিয়নের সিঙ্গামোড়া ক্যাম্পের সদস্যরা চারজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন। তবে বিজিবির টহল দল তাদের সীমান্তেই আটকে দেয়। বর্তমানে ওই ছয়জন ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে বিজিবি। বিজিবি আরও জানায়, বিষয়টি বিএসএফকে অবহিত করা হয়েছে। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পুশ-ইনের ঘটনা প্রতিরোধে বাহিনীটি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পই হতে পারে দেশের নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় খাত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, তৈরি পোশাক শিল্পের পর সেমিকন্ডাক্টর শিল্পই হতে পারে বাংলাদেশের নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় খাত। তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনাময় পরবর্তী প্রধান এই চালিকাশক্তিকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ সর্বাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।' শনিবার সকালে রাজধানীর নভোথিয়েটারে দেশকে বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর ও ডিপ-টেক উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত 'ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টর সিম্পোজিয়াম অ্যান্ড বিইএআর সামিট ২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনকে কেবল একটি সাধারণ আয়োজন নয়, বরং আগামীর প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম কারিগরদের মিলনমেলা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাদের অনেকেই নিজ উদ্যোগে এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামিটে অংশ নিয়েছেন। বর্তমান সরকার এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চায়, যা হবে স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ এবং প্রযুক্তিনির্ভর।' চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের এই যুগে সেমিকন্ডাক্টরকে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ডেটা সেন্টার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন ও মহাকাশের স্যাটেলাইট - প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিপ বা সেমিকন্ডাক্টর অপরিহার্য।' বিশ্ববাজারে সেমিকন্ডাক্টরের বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২৬ সালের মধ্যেই গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর বাজার ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছাতে যাচ্ছে। এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের জন্য অপার সুযোগ বিদ্যমান এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই খাত থেকে নির্ধারিত রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ অর্জন করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।' তিনি বলেন, 'সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে আমরা একটি জাতীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত হিসেবে বিবেচনা করছি। তবে এই খাতের উন্নয়ন একক কোনো মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়; এটি একটি সম্মিলিত জাতীয় মিশন। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা এবং প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের একযোগে এই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।'

এ খাতকে ত্বরান্বিত করতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চলতি বাজেটে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ওপর থেকে সব ধরনের কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন সার্ভিসের রপ্তানি আয়ের ওপর নগদ প্রণোদনা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে তিনি বলেন, 'নতুন নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নে সরকার প্রথমবারের মতো বছরে ৫০০ কোটি টাকার 'স্টার্টআপ অনুদান' বরাদ্দ রেখেছে, যার বণ্টন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।' বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে সরকারপ্রধান বলেন, 'বিদেশি ও দেশি বিনিয়োগ টানতে শুল্কমুক্ত (বন্ডেড) সুবিধা প্রদান এবং বিশেষায়িত অবকাঠামো নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বিদ্যমান হাই-টেক পার্কগুলোকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি একটি নতুন বায়োটেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।' আন্তর্জাতিক বাজারের কঠিন প্রতিযোগিতার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা রয়েছে। আমাদের মেধা, দক্ষ তারুণ্য এবং উদ্ভাবনী শক্তির ওপর ভর করেই আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করব। সরকার আপনাদের স্বপ্ন ও অদম্য ইচ্ছাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে পাশে থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, 'এই সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন অংশীদারিত্ব, গবেষণা উদ্যোগ এবং বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।' অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী 'ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টর সিম্পোজিয়াম ও বিইএআর সামিট ২০২৬'-এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরে তিনি সামিটে যোগ দিতে আসা দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফটো সেশনে অংশ নেন। 'বৈশ্বিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর ভবিষ্যৎ নির্মাণ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সিলিকন রিভার বাংলাদেশ কর্মসূচির অংশীদারত্বে দুই দিনব্যাপী এ সামিটের আয়োজন করা হয়। সামিটের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিইএআর ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬। এতে মোট ৩৫টি স্টলে শিক্ষার্থী ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স,

স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি, ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম এবং অন্যান্য ডিপ -টেক খাতের উদ্ভাবন প্রদর্শিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এসব স্টল ঘুরে দেখেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন নিয়ে যা জানালেন মির্জা ফখরুল

মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চললেও বিএনপি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় আলোচনা হবে। সংবিধান অনুযায়ী দল যে সিদ্ধান্ত নেবে , সেটিই চূড়ান্ত হবে। রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর নিজের নাম আলোচনায় থাকার বি ষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমি বলছি যে আমাদের মিটিং হবে। মিটিংয়ের পর সংবিধান অনুযায়ী যে সমস্ত নিয়ম আছে , সেগুলো মেনে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে , সেটিই চূড়ান্ত।' এর আগে মো . সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করায় সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্র হণ না করা পর্যন্ত স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধান অনুযায়ী, পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা ভিসা আবেদনে নতুন নির্দেশনা

যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভিসা আবেদন করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। শনিবার দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বার্তায় বলা হয় , চিকিৎসার জন্য বি -২ (B2) ভিজিটর ভিসা আবেদনকারীদে র চিকিৎসা , যাতায়াত এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সব ধরনের ব্যয় বহনের আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ জমা দিতে হবে। দূতাবাস জানায়, কনস্যুলার কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে মূল্যায়ন করেন , যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আবেদনকারীর পরিকল্পিত চিকিৎসা বা অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের ওপর কোনো আর্থিক বোঝা সৃষ্টি হবে না। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী , চিকিৎসা ভিসার আবেদনকারীদের নিজ দেশের চিকিৎসকের দেওয়া চিকিৎসা -সংক্রান্ত নথি বা ব্যবস্থাপত্র জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে কেন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা প্রয়োজন , তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে । এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোনো চিকিৎসক বা হাসপাতালের কাছ থেকে একটি সম্মতিপত্র (Letter of Acceptance) প্রস্তাবিত চিকিৎসার ধরন, সম্ভাব্য সময়কাল এবং আনুমানিক ব্যয়ের বিবরণ থাকতে হবে। মার্কিন দূতাবাস আরও জানিয়েছে , আবেদনকারীদের চিকিৎসা ব্যয় , যাতায়াতের খরচ এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন আবাসন ও অন্যান্য ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণও দাখিল করতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ২৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

বস্তুনিষ্ঠ ও ডেটাভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় প্রকৃত সাংবাদিকতা

মতামত, অনুমান কিংবা অ্যাক্টিভিজম দিয়ে সাংবাদিকতা হয় না। বরং বস্তুনিষ্ঠ সত্য ও ডেটাভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই প্রকৃত সাংবাদিকতা পরিচালিত হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এ কথা বলেছেন। শনিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানা লেটিকস (দায়রা) আয়োজিত 'বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স-২০২৬' এর একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন। 'দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যম কি ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয় ?' শীর্ষক এ প্যানেল আলোচনায় আরও অংশ নেন হিমাল সাউথ এশিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কনক মণি দীক্ষিত, সাবেক প্রেস সচিব ও ওয়াদা পত্রিকার সম্পাদক শফিকুল আলম এবং দ্য হিন্দু 'র কূটনৈতিক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নেত্র নিউজের এক্সিকিউটিভ এডিটর নাজমুল আহসান। প্যানেল আলোচনায় তথ্যমন্ত্রী বলেন , সাংবাদিকতা মূলত একজন স্বাধীন সাংবাদিকে র নিজস্ব চিন্তাভাবনা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে। সাংবাদিকরা তাদের নিজস্ব চোখ ও লেখনীর মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহ ফুটিয়ে তোলেন।

তবে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরি। দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যমের বর্ত মান চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন , আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ , ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর গণমাধ্যমের মূল সংকটগুলো প্রায় একই রকম। অতীতে কেবল বাকস্বাধীনতাই আলোচনার মূল বিষয় থাকলেও বর্তমান প্রযুক্তি ও মোবাইল সাংবাদিকতার যুগে ভুয়া তথ্য ও অপতথ্য প্রতিরোধ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই গণমাধ্যমের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংবাদিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন , সাংবাদিকতার কোনো একক সংজ্ঞা নেই। এটি আগের চেয়ে অনেক বেশি বিভাজিত। সমাজে কোনো একটি বিষয়ে মানুষের মতামত ভিন্ন হতে পারে। তবে দায়িত্বশীল সাংবাদিকের কাজ হলো আবেগ বা দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে আসল সত্য প্রকাশ করা। তথ্যমন্ত্রী বলেন , সাংবাদিকদের 'অ্যাক্টিভিস্ট' হওয়া উচিত নয়। সাংবাদিকের মূল দায়িত্ব হলো উপাত্তের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যকে উন্মোচন করা। ডেটা বা সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া কোনো ধারণাই খবর হতে পারে না। সমাজকে সঠিকভাবে বুঝতে ও ফুটিয়ে তুলতে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদচর্চার পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্যানেল আলোচনায় সাবেক প্রেস সচিব ও ওয়াদা পত্রিকার সম্পাদক শফিকুল আলম বলেন, প্রিন্ট বা টেক্সট যুগের চেয়ে বর্তমান ডিজিটাল যুগে সমাজ ও সংবাদকক্ষগুলো সবচেয়ে বেশি বিভাজিত হয়ে পড়েছে। প্রতিনিয়ত সাংবাদিকদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও আনুগত্যের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তিনি বলেন ,

সত্তর থেকে আশির দশকে সংবাদপত্র বন্ধ বা সেন্সরশিপের মাধ্যমে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্র ণ করা হতো। আর এখন পুরো নিউজ রুম বা সাংবাদিকদের নানা সুযোগ -সুবিধা ও প্রলোভনের মাধ্যমে প্রভাবিত করা হয়। প্রযুক্তির পরিবর্তন ও টেক্সট সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শফিকুল আলম বলেন, টেক্সট বা প্রিন্ট সাংবাদিকতায় আর আগের মতো অর্থ বা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নেই। মানু ষ এখন আর দীর্ঘ লেখা পড়তে চায় না। নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটাগরি ছাড়া টেক্সটভিত্তিক সাংবাদিকতা সংকুচিত হয়ে আসছে। আর এর জায়গা দখল করে নিচ্ছে ভিডিওভিত্তিক ডিজিটাল মাধ্যম। আলোচনায় অংশ নিয়ে 'দ্য হিন্দু'র কূটনৈতিক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দার বলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্ব অনেক। তবে সাংবাদিকদের মূলত তিনটি বিষয় থেকে দূরে থাকতে হয়।

প্রথমত, তারা সরকার বা ক্ষমতার অংশীদারদের মুখপাত্র নন। দ্বিতীয়ত , সাংবাদিকরা 'অ্যাক্টিভিস্ট' বা আন্দোলনকারী নন। তাদের কাজ কোনো পক্ষ নেওয়া নয় , বরং সত্যকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা। তৃতীয়ত , সাংবাদিকতা কোনো বিনোদন নয়। সংবাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে অবহিত ও সচেতন করা। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুহাসিনী হায়দার আরও বলেন , বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণ এশিয়া ধারণার কিছুটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ কমে গেছে। তিনি বলেন , বর্তমান সময়ে কেবল সীমান্ত, ভূ-রাজনীতিই মূল চ্যালেঞ্জ নয়। বরং জলবায়ু পরিবর্তন, পানির সংকট, প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব, এআই এবং অপপ্রচারের মতো বিষয়গুলো এ অঞ্চলের জন্য নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত সমাধান জরুরি। এদিকে আজ দুপুরে রাজধানীর অন্য একটি হোটেলে 'গ্লোবাল কনফারেন্স অন এআই লিডারশিপ অ্যান্ড ফ্ল্যাগশিপ প্রেস্টিজ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা দেশকেও এগিয়ে যেতে হবে উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। কারণ এআই নিয়ে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করাই এখন সময়ের দাবি। সম্মেলনে দেশ -বিদেশের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এআই , ডিজিটাল নেতৃত্ব, সুশাসন, সাইবার নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এ আই প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজঃ ২৫.০৭.২০২৬ এলিনা)

BBC

IRAN-BACKED HOUTHIS CLAIM MISSILE ATTACK ON SAUDI ARABIA

The Iranian-backed Houthis have claimed a missile attack on Saudi Arabia, after Riyadh launched strikes on targets linked to the group on Friday. Early on Saturday, the Houthis Ansarollah media said on Telegram that a "Yemeni missile strike" had caused fires in the Saudi city of Jizan. Saudi authorities had issued emergency alerts for the province. The group had vowed retaliation after Saudi Arabia launched air strikes on Houthi targets in the Yemeni port city of Hodeida and a nearby island on Friday. It came as there were no overnight reports of air strikes in the wider region by the US or Iran for the first time in two weeks. (BBC News Web Page: 25/07/26, FARUK)

IRAN BLAMES US FOR HORMUZ DISPUTE AS BOTH SIDES CONFIRM ONGOING TALKS

Iran has accused the United States of trying to force open a new route through the Strait of Hormuz, bypassing Iranian authorities, a move it says violates the two countries interim peace deal and caused tensions there to spike. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi made the remarks in an interview published by Iranian media on Saturday, saying the US-Iran Memorandum of Understanding (MoU) signed in June gives Tehran the right to set transit routes and mechanisms for the strategic waterway. Araghchi said Washington should have consulted with Tehran regarding any new routes, adding that the two sides had agreed to open a direct line of communication to resolve such disputes. Araghchi's remarks came amid some signs of de-escalation between the US and Iran, after weeks of strikes against each other's interests all but destroyed their interim deal.

(BBC News Web Page: 25/07/26, FARUK)

AT LEAST 11 KILLED IN UKRAINIAN AND RUSSIAN STRIKES AS HOLIDAY CAMP HIT

At least 11 people have been killed in Russian and Ukrainian drone strikes on Ukraine, including children at a holiday camp in a Russian-held area in the east. Overnight on Friday, at least eight people, including two children, were killed in a suspected Ukrainian attack on holiday camps in a Russian-held part of Zaporozhzhia, according to regional governor Yevgeny Balitsky. Occupying authorities said the strike hit the seaside village of Kyrylivka on the Azov Sea, which fell to Russian forces shortly after the war began. Ukraine did not

immediately comment on the attack. Balitsky accused Ukraine of "deliberately" targeting civilians and said that 14 other people, including three children, were wounded in the strike. (BBC News Web Page: 25/07/26, FARUK)

TWO BUSES COLLIDE IN SYRIA, KILLING AT LEAST 35 PEOPLE

Two buses have collided in Syria, killing at least 35 people and injuring 30 others. The crash happened on Saturday on the Deir Az Zor-Damascus Road, a crucial highway stretching more than 400km that connects eastern Syria to the capital. The accident occurred between al-Sukhnah and Palmyra. The Ministry of Interior said one of the buses was carrying members of the Internal Security Forces, while the other was transporting civilians. The ministry added that ambulances had been dispatched to the scene. According to the state-run Syrian Arab News Agency (SANA), several helicopters were also sent to the crash site to medically evacuate the injured to Homs Military Hospital.

(BBC News Web Page: 25/07/26, FARUK)

ISRAEL ARRESTS DOZENS OF PALESTINIANS IN WEST BANK AMID SETTLER ATTACKS

Israel is pushing ahead with its military crackdown across the occupied West Bank, arresting dozens following a shooting that killed four Palestinians and two Israeli soldiers. On Saturday morning, Israeli forces arrested nearly 50 Palestinians in the village of Tal, southwest of Nablus, where Friday's shooting took place, while raiding roughly 70 homes. Footage posted by Quds News Network shows two blindfolded men being led away by Israeli soldiers. The arrests are part of what Israel's military has described as an "extensive" operation launched in response to Friday's shooting. On Friday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defence Minister Israel Katz ordered a "wide-scale military operation" I Palestinian villages across the occupied West Bank following an attack near the illegal Havat Gilad settlement that killed two Israeli soldiers and wounded three others.

(BBC News Web Page: 25/07/26, FARUK)

::--::THE END::--::